POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ
لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا

তবে কি তাহারা কুরআনের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করে না? এবং যদি ইহা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা উহার মধ্যে বহু গরমিল পাইত।

(সূরা নিসা, আয়াত: ৮৩)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 43

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

22 অক্টোবর, 2020 ● 4 রবিউল আওয়াল 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

সালামের পূর্বে 'সিজদা সহু' সিজদা করার সময় কনুই যেন ভূমি স্পর্শ না করে।

(৮০৭) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মালিক বিন বুহাইনা থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা.) যখন নামায পড়তেন, তখন দুটি হাত দুই পার্শ্বদ্বয় থেকে পৃথক রাখতেন, এমনকি তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রকাশ পেত।

(৮২২) হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) বলেছেন: সিজদায় ভারসাম্য বজায় রাখ। তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যেন নিজের হাতদুটি এমনভাবে মাটিতে না রাখে যেভাবে কুকুর হাত রাখে।

(৮২৯) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন বুহাইনা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) তাদেরকে যোহরের নামায পড়িয়েছেন। তিনি (সা.) প্রথম দুই রাকাতে দাঁড়িয়ে পড়েন, বসেন নি, লোকেরাও তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ে। তাঁর নামায শেষ হলে লোকেরা যখন অপেক্ষা করছিলেন যে তিনি সালাম ফিরবেন, সেই বসে থাকা অবস্থাতেই তিনি আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করে সালাম ফেরার পূর্বে দুটি সিজদা করলেন। অতঃপর তিনি সালাম ফিরলেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আযান)

এই সংখ্যায়

বার্ষিক রিপোর্ট
খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২০
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত

পরীক্ষা হিসেবে রিযক সেটি, আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে যেটির কোনও সম্পর্ক থাকে না। বরং এই রিযক মানুষকে খোদা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এমনকি তাকে ধ্বংস করে দেয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তির উপর তার উপাস্যের বিরাট প্রভাব রয়েছে। দেখ, কোনও হিন্দুকে দেখে দূর থেকেই তার মাঝে উদাসীনতা অনুভব করা যায়। কেন? কারণ, তাদের স্বকল্পিত উপাস্যও এমনই উদাসীন যে, যতক্ষণ ঘন্টা না বাজে সে জাগ্রত হয় না, যেভাবে ইংরেজরা খাদ্য প্রস্তুত হয়ে গেছে, সেকথা জানাতে ঘন্টা বাজিয়ে দেয়। এই কারণেই আধ্যাত্মিক জীবন দ্বারা যে তত্ত্বজ্ঞান ও (আধ্যাত্মিক) রোগমুক্তি লাভ হয়, তা থেকে তারা বঞ্চিত। অন্যথায় জাগতিক ক্ষেত্রে এরা বেশ ধনী এবং প্রভাবশালী হয়ে থাকে।

পরীক্ষা দ্বারা রিযক এবং নিযুক্তি দ্বারা রিযক

বস্তুত রিযক দুই প্রকারের। এক পরীক্ষা আকারে, দ্বিতীয়টি হল নিযুক্তি আকারে। পরীক্ষা হিসেবে রিযক সেটি, আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে যেটির কোনও সম্পর্ক থাকে না। বরং এই রিযক মানুষকে খোদা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এমনকি তাকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ্ তা'লা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন এই আয়াতে- 'লা তুলহিকু আমওয়ালুকুম' (সুরা মুনাফিকুন, আয়াত: ১০) অর্থাৎ তোমাদের সম্পদ তোমাদেরকে ধ্বংস না করে দেয়। আর নিযুক্তি হিসেবে রিযক সেটি যা খোদার জন্য হয়ে থাকে। খোদা তা'লা স্বয়ং এমন মানুষদের অভিভাবক হয়ে থাকেন আর তাদের কাছে যা কিছু থাকে সেটিকে তারা খোদারই মনে করেন আর তা নিজেদের কর্মধারা দ্বারা প্রমাণ করে দেখান। সাহাবাদের অবস্থা দেখ-যখন পরীক্ষার সময় এল, তাদের কাছে যা কিছু ছিল, তা সবই আল্লাহ্ তা'লার পথে দান করে দিলেন। হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.) সর্ব প্রথম কম্বল গায়ে চলে আসেন। আর এই কম্বলের প্রতিদান আল্লাহ্ তাঁকে দিলেন- তিনিই সর্বপ্রথম খলীফা নিযুক্ত হলেন। মোটকথা, প্রকৃত যোগ্যতা, সদগুণ এবং আধ্যাত্মিক আনন্দ দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার ক্ষেত্রে সেই সম্পদই কাজে আসতে পারে যা খোদা তা'লার পথে ব্যয় করা হয়।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৪-১৯৫)

জাতির এই বৈশিষ্ট্য হওয়া জরুরী যে, যখন কেউ মারা যায়, তখন এই প্রশ্ন উঠবে না যে কে তার সন্তানদের লালন পালন করবে?

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন:

"এতীমদের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং বিধবাদের প্রতি সদাচররণ- এই দুটি এমন বিষয় যা জাতির মধ্যে সাহস ও বীরত্ব সৃষ্টি করে। এই বিষয়দুটি যদি জাতির মধ্যে না থাকে, বরং এর বিপরীতে জাতির মানুষের এই নমুনা থাকে যে, তারা এতীমদেরকে কর্মচারী বানিয়ে রাখে, বরং এর থেকেও নিকৃষ্ট অবস্থায় রাখে। আর তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়ে তাদের চড়-থাপ্পড় মারতে উদ্যত হয়, তবে (স্ত্রী-সন্তানদের রেখে) কে মরতে চাইবে? প্রত্যেকে ভয় পাবে আর মৃত্যুর বিষয়ে বিচলিত হবে আর মনে করবে যে তার মৃত্যুর অর্থ তার সন্তানের মৃত্যু, তার স্ত্রীর মৃত্যু। আর সে চিন্তা করবে কিভাবে মরব আর কেনই বা মরব? তাই জাতির এই বৈশিষ্ট্য হওয়া জরুরী যে, যখন কেউ মারা যায়, তখন এই প্রশ্ন উঠবে না যে কে তার সন্তানদের লালন পালন করবে? বরং লোকেরা দৌড়ে এসে যেন তার সন্তানদের বুকে টেনে নিয়ে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যায় আর নিজেদের সন্তানসম বা এর চেয়ে অধিক স্নেহ-ভালবাসা, মায়া-মমতাপূর্ণ আচরণ করে।

রসুল করীম (সা.)-এর যুগের একটি ঘটনা রয়েছে। এক শিশু এতীম থেকে গেলে কয়েকজন সাহাবাদের পরস্পরের মাঝে বিবাদ শুরু হয়ে যায়। একজন বলল, 'আমি এর প্রতিপালন করব'। অপরজনও সেইএকই দাবি করে। অবশেষে রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর কাছে বিষয়টি পৌঁছলে তিনি বললেন, শিশুটিকে সামনে দাঁড় করাও, সে যাকে পছন্দ করবে, তাকে তার কাছে সোপর্দ করে দাও। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি এই যে, যদি কেউ মরণাপন্ন হয়, তবে তার সব থেকে বড় চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ হল, 'আমার মৃত্যুর পর স্ত্রী ও সন্তানদের কি অবস্থা হবে? কে তাদের লালন পালন করবে? কে তাদের তত্ত্বধান করবে, কে তাদের উপর স্নেহ দৃষ্টি দিবে? সেই ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সন্তানদের লালন-পালনের বিষয়টি সামনে আসে, তখন এক ব্যক্তি বলে, আমার ইচ্ছে তো হচ্ছে শিশুটিকে সঙ্গে নিয়ে যাই, কিন্তু কি করি? আমার উপর অনেক বোঝা রয়েছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে, আমারও তো সেই একই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সমস্যা অনেক। তৃতীয় ব্যক্তি বলে, আমিও এই পুণ্যকর্মের

শেষাংশ শেষ পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৯-২০২০ সালে জামাতে আহমদীয়ার উপর হওয়া ঐশী কৃপা বর্ষণের নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে কয়েকটির উল্লেখ

গত বছর ৯৮ টি দেশের ২২০ টি জাতি থেকে ১লক্ষ ১২ হাজার ১৭৯ ব্যক্তি আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মানুষের আহমদীয়াত গ্রহণের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর ১৬টি পুস্তক হিন্দিতে অনুদিত হয়েছে, এছাড়াও রূহানী খাযায়েনের ২০তম খণ্ডের ৬টি পুস্তক ও তফসীরে কবীরে

১ম খণ্ডের আরবী অনুবাদের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

এম.টি.এ ইন্টারন্যাশনাল এর ২৪ ঘন্টা সম্প্রচার ছাড়া জামাত আহমদীয়া ৮৪টি দেশে টিভি এবং রেডিও চ্যানেলে ইসলামের শান্তিপ্রিয় বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। এবছর এগারো হাজার ৬৩টি টিভি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৬ হাজার ৮৪২ ঘন্টা সময় দেওয়া হয়েছে। আর রেডিও স্টেশন ছাড়া বিভিন্ন দেশের রেডিও স্টেশনে ১৮ হাজার ৪৭৯ ঘন্টা দৈর্ঘের ২২ হাজার ১৬৭টি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়েছে। আর টিভি ও রেডিওর মাধ্যমে প্রায় ৫২ কোটি মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে।

যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা উপলক্ষ্যে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) এর ভাষণ প্রদত্ত ৯ই আগস্ট, ২০২০, স্থান: আইওয়ানে মসরূর, ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড, যুক্তরাজ্য। (দ্বিতীয় পর্ব)

মধ্য আফ্রিকার মুবাল্লিগ সাহেব লেখেন, এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন এম.টি.এতে এখান থেকে সম্প্রচারিত আমার জুমার খুতবা শুনত এবং অন্যান্য আরবী অনুষ্ঠান এবং ফ্রেঞ্চ অনুষ্ঠানও শুনত। তিনি বলেন, আমি আমাদের মুয়াল্লিম মাহমুদ সাহেবকে সেই এলাকায় তবলীগ করতে পাঠাই। তিনি সেখানে তবলীগ করেন এবং জামাতের পরিচিতি তুলে ধরেন। সেখানকার এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, আমি আপনাদের টিভি চ্যানেল দেখি যেখানে আপনাদের খলীফার খুতবাও শুনি। আমি দীর্ঘদিন থেকে জামাত সম্পর্কে জানি। আজ আপনি আরও বিস্তারিতভাবে জানালেন তাই আমি আশ্বস্ত হলাম, আর এখন আপনি আমার বয়আত গ্রহণ করুন, আমি জামাতের সঙ্গে আছি।

ফ্রান্সের আমীর সাহেব লেখেন, ফ্রাহাতি সাহেবা নামে ভদ্রমহিলা নিজের বয়আতের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, আমি কোমোরোস দ্বীপের বাসিন্দা। বর্তমানের প্যারিসে থাকি। আর আমি জন্মগত মুসলমান। শৈশবেই আমি ইসলামি শিক্ষা লাভ করেছি। বিভিন্ন উলেমাদের কাছে আমি আঁ হযরত (সা)-এর জীবনী সম্পর্কে প্রশ্ন করতে থেকেছি, কিন্তু আমি তাদের পক্ষ থেকে যে সব উত্তর পেয়েছি, সেগুলি শুনে আমি সন্তুষ্ট হতে পারি নি। একদিন আমার এক আহমদী বন্ধুর সঙ্গে বার্তালাপ হলে সেই বন্ধু আমাকে আহমদীয়াতের সঙ্গে পরিচয় করায় এবং বিভিন্ন বই-পুস্তক অধ্যয়ন করার পরামর্শ দেয়, যেগুলির মধ্যে একটি হল 'বয়আতের দশটি শর্ত'। তিনি বলেন, এরপর আমি গবেষণা শুরু করি যে আহমদী এবং অ-আহমদীদের মধ্যে পার্থক্য কিসের? আমি ইউটিউব এবং এম.টি.এ চ্যানেলের অনুষ্ঠানসমূহ দেখতে শুরু করি এবং কয়েকমাস পযন্ত দেখা অব্যাহত রাখি। এই সব অনুষ্ঠান শোনার ও বই -পুস্তক পড়ার পরিণামে আমার অনেক জ্ঞানবৃদ্ধি হয় আর আমি উপলব্ধি করি যে, জামাত আহমদীয়ার শিক্ষামালা অত্যন্ত সরল এবং প্রজ্ঞার কাছাকাছি আর আধ্যাত্মিকভাবেও আমি ভাল মনে করি। আর এভাবে আমি নিজের প্রশ্নগুলির উত্তরও পেয়ে যেতে থাকি। আল্লাহ তা'লার কৃপায় আমি যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত নিই যে বয়আত করে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হব।

নওমোবাঈনদের সঙ্গে সম্পর্ক: নাইজেরিয়া এবছর ৫২ হাজারের বেশি নওমোবাঈনদের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করেছে, যাদের সঙ্গে কিছু কাল যোগাযোগ ছিল না। বেনিন দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে, ১১ হাজারের বেশি, আইভোরি কোস্ট ৯ হাজারের বেশি, ক্যামেরুন ৭ হাজারের বেশি, সেনেগাল ৫ হাজারের বেশি, বুর্কিনাফাসো ৪ হাজারের বেশি, কঙ্গো কানশাসা, ভারত,ইন্ডোনেশিয়া, বাংলাদেশ, আমেরিকা, গোয়েতেমালা, ফিজি এবং আরও বিভিন্ন দেশে যোগাযোগ পুনর্বহাল হয়েছে।

এবছর ৮০ টি দেশে মোট এক লক্ষ ৮ হাজার ১৮ জন নওমোবাঈনের সঙ্গে যোগাযোগ পুনর্বহাল হয়েছে। নওমোবাইনদের জন্য রিফ্রেশর কোর্সেরও আয়োজন করা হয়েছে। ৮০টি দেশ থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে এবছর নওমোবাইনদের জন্য ৩ হাজার ৮৯১ টি জামাতে ১৬ হাজার ৮২৩ টি তরবীয়তি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়েছে যেগুলিতে অংশগ্রহণকারী নওমোবাঈনদের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২ হাজার ১২৪ জন। আর এই ক্লাসে ১ হাজার ১২৪জন ইমামদেরকেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

এবছর হওয়া নতুন বয়াত: পরিস্থিতি প্রতিকুল হওয়ার কারণে যোগাযোগ হয় নি, বাইরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। দায়ী ইলাল্লাহ, মুবাল্লিগ, মুয়াল্লিম কেউই না। আমার ধারণা ছিল হয়তো মাত্র কয়েক হাজার বয়াত হবে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এক লক্ষ ১২ হাজার ১৭৯টি বয়আত হয়েছে। আ ৯৮টি দেশে প্রায় ২২০ টি জাতি আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এবছর নাইজেরিয়ায় বয়আতের মোট সংখ্যা ২৫ হাজার ১৭৬জন। ক্যামেরুনে এবছর ১৩১৯১ বয়আত হয়েছে। সিরালিওনে ১৩৭২৩, আইভোরি কোস্টে ১০৫৩৮ জন,মালিতে ১০০২৭জন, সেনেগালে ৫৭৯০জন, কঙ্গো কানশাসায় ৪০৪২ জন, তানজানিয়ায় ৩৮৭৫জন, গিনি বাসাওয়ে ৩ হাজারের বেশি, কঙ্গো ব্রাজাভিলে ৪ হাজারের উপর, লাইবেরিয়ায় প্রায় ২ হাজার, গিনি কিনাক্রীতে ১৫০০, নাইজার এ দেড় হাজার, বেনিন ১হাজারের বেশি, ঘানা এক হাজারের বেশি, মালাবি এক হাজারের বেশি, চাড ৯৩৬, টোগো, ইউগেন্ডা, সেন্টাল আফ্রিকান রিপাবলিক আটশো থেকে হাজার, মাডাগাসাকারেও বেশ কিছু বয়আত হয়েছে। পূর্বে এখানে বয়আত হওয়ার যে গতি ছিল, সেই হিসেবে এই হার সন্তোষজনক। কেনিয়া, সাওতোমো, বারণ্ডি, মুরিতানিয়া, জেম্বিয়া, সোমালিয়া, রাওয়ান্ডা, ইথিওপিয়াতেও বয়আত হয়েছে।

অনুরূপভাবে এবছর ভারতে বয়আতের সংখ্যা ১ হাজার ৭২৪টি। ইন্ডোনেশিয়াতেও এক হাজারের উপর বয়আত হয়েছে। বাংলাদেশ, মালেয়েশিয়া, জার্মানীতে এবছর ১০৪টি বয়আত হয়েছে। এরপর যুক্তরাজ্যে ১০০টি, যুক্তরাষ্ট্রে ১০১, কানাডায় ৬৮টি বয়আত যদিও এদের থেকে কম,তবুও আরও অনেক কাজ রয়েছে যা তারা করেছে। কিন্তু বয়আতের দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। এবছর হন্ডোরাসে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ৩৬টি এবং হাইতিতে ৩২টি মেক্সিকোতে ২৩টি বয়আত হয়েছে। ত্রিনিদাদে এবছর ২০টি বয়আত হয়েছে। ফিজি, মাইক্রোনেশিয়া, মার্শাল আইল্যান্ড, প্যারাগুয়ে, আরজেন্টাইন, ফ্রেঞ্চ গায়ানায় যথাক্রমে ১০ , ১৫ ও ২০টি করে বয়আত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অনেক স্থানে বয়আতের কাজ হয়েছে। দায়ীইলাল্লাহ্ বা মুবাল্লিগগণ যেখানে যেখানে যেটুকুই সুযোগ পাচ্ছেন, তারা যোগাযোগ করছেন।

মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করার পর এও জানা যাচ্ছে যে মানুষ এম.টি.এ বা অন্য কোনও মাধ্যমে জামাতের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন, কিন্তু

এরপর ১০ পাতায়....

জুমআর খুতবা

মক্কার লোকেরা বেলালের পায়ে রশি বেঁধে তাকে অলিগলিতে টানাহ্যাঁচড়া করত। মক্কার গলি, মক্কার ময়দান বেলালের জন্য কোন নিরাপদ স্থান ছিল না, বরং শাস্তি, লাঞ্ছনা এবং বিদ্রুপের স্থান ছিল।

যখন মক্কা বিজয় হয় তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বেলালের হাতে একটি পতাকা তুলে দেন এবং ঘোষণা করেন যে, হে মক্কার নেতারা! যদি তোমরা নিজেদের জীবন বাঁচাতে চাও তাহলে বেলালের পতাকাতলে এসে দণ্ডায়মান হও। এক কথায় সেই বেলাল যার বুকে মক্কার এই বড় বড় নেতারা লাফালাফি করতো তাঁর বিষয়ে মহানবী (সা.) মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আজ তোমাদের প্রাণরক্ষার একটিই উপায় আর তা হল, তোমরা বেলালের দাসত্ব বরণ করো অথচ একসময় বেলাল ছিলেন তাদের দাস এবং তারা ছিল মনিব।

কুরবানী দিতে হয় তবেই মর্যাদা লাভ হয়। ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা হলো, যারা কুরবানী করে, যারা শুরু থেকেই বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে, তাদের মর্যাদা অবশ্যই উন্নত, তা তারা হাবশী ক্রীতদাস হোন বা অন্য কোন বংশেরই দাস হোন না কেন।

এটি ছিল সেই প্রতিশোধ যা ইউসুফের প্রতিশোধের চেয়েও অধিক চমৎকার ছিল, কেননা ইউসুফ নিজ পিতার কারণে তার ভাইদের ক্ষমা করেছিলেন। যার কারণে ক্ষমা করেছিলেন তিনি ছিলেন তার পিতা আর যাদেরকে ক্ষমা করেছেন তারা ছিল তার ভাই। অপরদিকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজ চাচা ও ভাইদের এক ক্রীতদাসের জুতার বদৌলতে ক্ষমা করেন। ইউসুফের প্রতিশোধ গ্রহণ এর বিপরীতে কীইবা মূল্য।

যে ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে যায় তার উচিত যখনই মনে পড়ে তখনই পড়ে নেওয়া। কেননা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেন, আমার স্মরণের উদ্দেশ্যে নামায প্রতিষ্ঠা কর।

একবার মহানবী (সা.) স্বপ্নে তাঁর (অর্থাৎ হযরত বেলালের) কাছে আসেন এবং বলেন, হে বেলাল! তুমি তো আমাকে ভুলেই গেছ। আমার কবর যিয়ারত করার জন্যও কখনো আস নি। তিনি (রা.) তৎক্ষণাৎ উঠে সফরের প্রস্তুতি নিয়ে মদিনায় চলে যান

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ১৮ সেপ্টেম্বর , ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (১৮ তাবুক, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহুদ, তায়াউয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করার পর হুযুর আনওয়ার (আই.) বলেন,গত খুতবায় বদরী সাহাবীদের মধ্যে হযরত বেলাল (রা.)-এর স্মৃতিচারণ হচ্ছিল । এর কিছুটা অংশ বাকি ছিল তা আজকেও বর্ণনা করব।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যখন খয়বারের যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন তখন সারারাত পথচলা অব্যাহত রাখেন আর তিনি (সা.) নিদ্রা অনুভব করলে বিশ্রামের জন্য যাত্রা বিরতি দেন এবং হযরত বেলাল (রা.) কে বলেন, আজ রাতে আমাদের নামাযের সময়ের সুরক্ষা তুমি করবে । একথার অর্থ ছিল নামাযের সময়ের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং ফজরের সময় তুমি (আমাদের) জাগিয়ে দিবে। একথা বলার পর হযরত বেলাল (রা.)-এর পক্ষে যতটা সম্ভব ছিল নামায পড়েন, অর্থাৎ তিনি (রা.) নফল নামায পড়তে থাকেন আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা ঘুমিয়ে পড়েন। ফজর নামাযের সময় ঘনিয়ে এলে হযরত বেলাল (রা.) সূর্য যেদিক থেকে উদিত হয় সেদিকে মুখ ফিরিয়ে নিজের বাহনে হেলান দিয়ে বসে পড়েন। হযরত বেলাল (রা.)ও তার উটের সাথে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। হযরত বেলাল (রা.) নিজেও ঘুম থেকে জাগেন নি আর মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্যে থেকে অন্য কারোর চোখও খোলে নি। এক পর্যায়ে তাদের ওপর রোদ এসে পড়ে। তাদের মাঝে সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ্ (সা.) জাগ্রত হন। তিনি (সা.) চিন্তিত হন এবং ডেকে বলেন, হে বেলাল! হে বেলাল! হযরত বেলাল (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রসুল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আমার আত্মাকেও সেই সত্তাই আটকে রেখেছিলেন যিনি আপনাকে আটকে রেখেছিলেন, অর্থাৎ আমি নিজেও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মহানবী (সা.) বলেন, যাত্রা কর। নির্দেশমত তারা তাদের বাহন কিছু দূর এগিয়ে নিয়ে যান। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) থামেন, কিছুক্ষণ পর ওজু করেন এবং হযরত বেলাল (রা.) কে (ইকামত দেওয়ার) নির্দেশ দেন আর তিনি (রা.) নামাযের জন্য ইকামত দেন। এরপর তিনি (সা.) তাদের সবাইকে সূর্যোদয়ের পর ফজরের নামায পড়ান। নামায শেষ করার পর তিনি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে যায় তার উচিত যখনই মনে পড়ে তখনই পড়ে নেওয়া। কেননা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেন, আমার স্মরণের উদ্দেশ্যে নামায প্রতিষ্ঠা কর।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সলাত, হাদীস-৬৯৭)

মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন কাবাগৃহে প্রবেশ করেন তখন তাঁর সাথে হযরত বেলাল (রা.)ও ছিলেন। হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় আসেন এবং হযরত উসমান বিন তালহা (রা.) কে ডেকে নেন। তিনি দরজা খুলেন। মহানবী (সা.), হযরত বেলাল (রা.), হযরত ওসামা বিন যায়েদ (রা.) এবং হযরত উসমান বিন তালহা (রা.) ভেতরে প্রবেশ করেন ,এরপর দরজা বন্ধ করে দেন। তিনি (সা.) সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করার পর বেরিয়ে আসেন। হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, আমি দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাই এবং হযরত বেলাল (রা.)কে জিজ্ঞেস করি, উত্তরে তিনি বলেন, মহানবী (সা.) কাবাঘরে নামায পড়েছেন। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা.) কাবাঘরে নামায পড়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করি, কোথায়? তিনি বলেন, সেই স্তম্ভগুলোর মাঝখানে। হযরত ইবনে উমর বলতেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, মহানবী (সা.) কত রাকাত নামায পড়েছেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুসসালাত হাদীস-৪৬৮)

রসূলুল্লাহ্ (সা.) কাবাঘরে কোন্ স্থানে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছিলেন পরবর্তীতে হযরত বেলাল (রা.) লোকদের তা বলতেন। হযরত ইবনে আবি মুলায়কা (রা.) থেকে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত বেলাল (রা.)কে কাবার ছাদে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ অনুসারে হযরত বেলাল (রা.) কাবার ছাদে উঠে আযান দেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭৭)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) মক্কা বিজয়ের ঘটনায় হযরত বেলাল (রা.)-এর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, হযরত আব্বাস (রা.) আবু

সুফিয়ানকে নিয়ে রসূলে করীম (সা.)-এর বৈঠকে উপস্থিত হন। তখন মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ানকে দেখেন এবং বলেন, তোমার জন্য দুর্ভোগ! এখনো কি তোমার বিশ্বাস হয় না যে, খোদা এক। উত্তরে আবু সুফিয়ান বলে, কেন বিশ্বাস হবে না, যদি অন্য কোন খোদা থাকতেনই তাহলে (কি) আমাদের সাহায্য করতেন না? মহানবী (সা.) বলেন, তোমার জন্য দুর্ভোগ! এখনো কি তুমি বিশ্বাস কর না যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল। প্রত্যুত্তরে সে বলে, এখনো এ বিষয়ে বিশ্বাস জন্মে নি। হযরত আব্বাস (রা.) আবু সুফিয়ানকে বলেন, হতভাগা! বয়আত করে নাও। (তাহলে) এখন তোমার এবং তোমার জাতির প্রাণ রক্ষা পেতে পারে। সে বলে, ঠিক আছে বয়আত করে নিচ্ছি। সেখানে সে এমনিতেই বয়আত করে নেয়। তার কথায় বয়আত করে, এটি আন্তরিক বয়আত ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি সত্যিকার মুসলমান হয়ে যান। যাহোক বয়আত করার পর হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, এখন তোমার জাতির জন্য যা চাওয়ার চেয়ে নাও অন্যথায় তোমার জাতি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে। মুহাজের সাহাবীরা মনে মনে ভয় পাচ্ছিলেন। কেননা তারা তো মক্কার অধিবাসী ছিলেন তাই তারা বুঝতে পারতেন যে, একবার যদি মক্কার সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয় তাহলে মক্কার সম্মান আর বহাল হবে না। যদিও তারা অনেক নিপীড়ন ও নির্যাতন সহ্য করেছিলেন তথাপি তারা দোয়া করতেন কোনভাবে যেন সন্ধি হয়ে যায়। কিন্তু অপরদিকে আনসার সাহাবীরা ভীষণ উত্তেজিত ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, চেয়ে নাও! তখন (আবু সুফিয়ান বলেন,) হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)! আপনি কি আপনার জাতির প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন না? আপনি তো অত্যন্ত দয়ালু এবং কৃপালু, এছাড়াও আমি আপনার আত্মীয় এবং ভাই হই। আমারও কোন সম্মান থাকা চাই। কেননা আমি মুসলমান হয়ে গেছি। মহানবী (সা.) বলেন, ঠিক আছে! যাও আর মক্কায় গিয়ে ঘোষণা করে দাও! যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নিবে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে। একথা শুনে সে বলে, হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)! আমার বাড়িতে আর কত বড় আর তাতে কজনেরই বা স্থান-সংকুলান হবে? এত বড় শহর, সেখানে তাদের কীভাবে ঠাই হতে পারে?! মহাবনী (সা.) বলেন, আচ্ছা ঠিক আছে, যে ব্যক্তি কাবাগৃহে আশ্রয় নিবে তাকেও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। আবু সুফিয়ান বলেন, হে রসূলুল্লাহ্! এরপরও মানুষ বাকি থাকবে। মহানবী (সা.) বলেন, ঠিক আছে! যে অস্ত্রসমর্পণ করবে তাকেও কিছু বলা হবে না। তিনি বলেন, এরপরও মানুষ বাকি থাকবে। মহানবী (সা.) বলেন, ঠিক আছে! যে তার বাড়ির দরজা বন্ধ করে রাখবে তাকেও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। তিনি বলেন,হে আল্লাহর রসূল পথিকরাও আছে তারা তো মারা পড়বে। তখন মহাবনী (সা.) বলেন, খুব ভালো! তাহলে একটি পতাকা নিয়ে এসো আর তা বেলালের নামে প্রস্তুত কর। আবি রোআয়হা (রা.) নামে এক সাহাবী ছিলেন। মহানবী (সা.) যখন মদীনাতে মুহাজের এবং আনসারদেরকে পরস্পরের ভাইভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন তখন আবি রোআয়হা (রা.)কে হযরত বেলাল (রা.)-এর ভাই বানিয়েছিলেন। হয়তো তখন হযরত বেলাল (রা.) সেখানে ছিলেন না অথবা অন্য কোন কারণ থেকে থাকবে। যাহোক হযরত বেলাল (রা.)-এর নামে একটি পতাকা প্রস্তুত করেন এবং আবি রোআয়হা এর হাতে হস্তান্তর করে বলেন, এটি বেলাল-এর পতাকা, সে এটি নিয়ে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করুক, যে ব্যক্তি বেলালের পতাকা তলে আশ্রয় নিবে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে। তখন আবু সুফিয়ান বলেন, ঠিক আছে এখন যথেষ্ট হয়ে গেছে, এখন মক্কা রক্ষা পাবে। এরপর সে বলে আমাকে এখন যাওয়ার অনুমতি দিন। মহানবী (সা.) বলেন, ঠিক আছে যাও। এখন যেহেতু সর্দার নিজেই অস্ত্রসমর্পণ করেছিল তাই সংবাদ পৌঁছার বা না পৌঁছার কোন প্রশ্নই ছিল না। আবু সুফিয়ান ভীতত্রস্ত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করে আর যেতে যেতে এই ঘোষণা দিচ্ছিল যে, হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের বাড়ির দরজা বন্ধ করে নাও; হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের অস্ত্রসমর্পণ কর; হে লোকেরা! তোমরা কাবাগৃহে প্রবেশ কর; বেলালের পতাকা ওড়ানো আছে সেটির নিচে অবস্থান নাও । ততক্ষণে মানুষ দরজা বন্ধ করা শুরু করে, কেউ কেউ কাবাগৃহে প্রবেশ করতে শুরু করে এবং লোকেরা তাদের অস্ত্র এনে বাইরে ফেলতে শুরু করে আর এমন সময় ইসলামী সেনাবাহিনী শহরে প্রবেশ করে এবং লোকেরা বেলালের পতাকা তলে একত্র হয়ে যায়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এঘটনায় যে বিষয়টি সবচেয়ে অসাধারণ তা হলো বেলালের পতাকা। রসূলে করীম (সা.) বেলাল (রা.)-এর নামে পতাকা প্রস্তুত করেন এবং বলেন,যে ব্যক্তি বেলালের পতাকা তলে আশ্রয় নিবে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে অথচ সর্বাধিনায়ক ছিলেন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) কিন্তু তাঁর নামে কোন পতাকা উড্ডীন করা নি। মহানবী (সা.)-এর পর সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকারকারী ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.) অথচ আবু বকর (রা.)-এর নামেও কোন পতাকা উত্তোলন করা হয় নি। তার পরে ইসলাম গ্রহণকারী সর্দার ছিলেন হযরত উমর (রা.) কিন্তু উমর (রা.)-এর পক্ষেও কোন পতাকা ওড়ানো হয় নি। তার পরে হযরত উসমান (রা.) জনপ্রিয় ছিলেন এবং মহানবী (সা.)-এর জামাতাও ছিলেন কিন্তু উসমান (রা.)-এর নামেও কোন পতাকা দাঁড় করানো হয় নি। তার পরে ছিলেন হযরত আলী (রা.), তিনি যুগপৎ মহানবী (সা.)-এর ভাই এবং জামাতা ছিলেন অথচ আলী (রা.)-এর পক্ষেও কোন পতাকা উড্ডীন হয় নি। এরপর হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) ছিলেন, যার সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, তিনি সেই ব্যক্তি যিনি জীবিত থাকা অবস্থায় মুসলমানদের মাঝে কোন মতবিরোধ হবে না তথাপি আব্দুর রহমান (রা.)-এর নামেও কোন পতাকা প্রস্তুত করা হয় নি। এরপর হযরত আব্বাস (রা.) মহানবী (সা.)-এর চাচা ছিলেন আর কখনো কখনো তিনি অসৌজন্য প্রদর্শন করে ফেলতেন, (অর্থাৎ) মহানবী (সা.)-এর সামনে (অন্যদের সাথে কথা বলার ন্যায়) কথা বলে ফেলতেন কিন্তু তিনি (সা.) বিরক্ত হতেন না, কিন্তু রসূলে করীম (সা.) তার নামেও কোন পতাকা প্রস্তুত করেন নি। এছাড়াও সকল নেতা এবং শীর্ষস্থানীয় ব্যাক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) উপস্থিত ছিলেন যিনি এক সর্দারের পুত্র এবং নিজেও একজন খ্যাতনামা মানুষ ছিলেন । আমর বিন আস (রা.)ও একজন সর্দারপুত্র ছিলেন। অনুরূপভাবে আরো অনেক বড় বড় নেতার সন্তানরা উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তাদের কারো নামেই পতাকা প্রস্তুত করা হয় নি। অথচ যে পতাকা প্রস্তুত করা হলো তা করা হলো হযরত বেলাল (রা.)-এর নামে। কিন্তু কেন, এর কারণ কী ছিল? এর কারণ হলো, কাবাগৃহে যখন আক্রমণের উপক্রম হচ্ছিল তখন হযরত আবু বকর (রা.) দেখছিলেন যে, যাদের মারা হবে তারা তার আপনজন আর তিনি নিজেও বলেছিলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি কি আপনার ভাইদের হত্যা করবেন? তিনি নিপীড়ন ও নির্যাতনের কথা ভুলে গিয়েছিলেন আর তিনি জানতেন, এরা তাঁর ভাই। হযরত উমর (রা.)ও এটিই বলতেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই কাফেরদেরকে হত্যা করুন, কিন্তু তিনি যখন তাদের ক্ষমা করতে উদ্যত হলেন, তখন মনে মনে হয়তো এটিই বলে থাকবেন যে, ভালোই হয়েছে, আমাদের ভাইয়েরা ক্ষমা প্রাপ্ত হয়েছে। হযরত উসমান এবং হযরত আলীও মনে মনে বলে থাকবেন যে, আমাদের ভাইদেরই ক্ষমা করা হয়েছে। তারা আমাদের সাথে কঠোরতা করেছে তো কি হয়েছে? স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা.)ও তাদেরকে ক্ষমা করার সময় এটিই ভেবে থাকবেন যে, তাদের মাঝে আমার চাচাও রয়েছে আর ভাইও। তাদের মাঝে আমার জামাতা, প্রিয়ভাজন এবং আত্মীয়স্বজনও রয়েছে। যদি আমি তাদের ক্ষমা করে থাকি তাহলে ভালোই হয়েছে। আমার নিজের আত্মীয়স্বজনরাই রক্ষা পেয়েছে। শুধুমাত্র এক ব্যক্তি (এমন) ছিল যার মক্কায় কোন আত্মীয়তা ছিল না, মক্কায় যার কোন জনবল ছিল না, মক্কায় যার কোন সাথীও ছিল না। এই অসহায় অবস্থায় তার ওপর সেই নির্যাতন করা হয়েছে যা আবু বকরের ওপরও হয় নি, আলীর ওপরও হয় নি, উসমানের ওপরও হয় নি এবং উমরের ওপরও হয় নি, এমনকি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওপরও হয় নি।

গত সপ্তাহে আমি একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছিলাম, তাতেও বর্ণিত হয়েছিল যে, হযরত আবু বকর এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)ও আত্মীয়তার কারণে রক্ষা পেয়েছিলেন আর শুধুমাত্র হযরত বেলাল-এর উপর এমন নির্যাতন করা হয়েছে, কিন্তু আমি সুস্পষ্ট করেছিলাম যে, মহানবী (সা.)-এর ওপরও নির্যাতন হয়েছে এবং হযরত আবু বকর-এর ওপরও নির্যাতন হয়েছে। এখানেও হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁদের ওপর নির্যাতন হওয়ার কথা অস্বীকার করেন নি, বরং তিনি বলেন যে, বেলালের উপর যে নির্যাতন হয়েছে তা আর কারো ওপর করা হয় নি।

অতঃপর তিনি এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন যে তা কীরূপ নির্যাতন ছিল। যে নির্যাতন করা হয়েছে তা হলো, জ্বলন্ত ও উত্তপ্ত বালুর ওপর বেলালকে নগ্নাবস্থায় শুইয়ে রাখা হতো। তোমরা লক্ষ্য করে দেখ যে, মে-জুন মাসে খালি পায়ে হাঁটা সম্ভব নয়, কিন্তু তাকে উলঙ্গ করে উত্তপ্ত বালুতে শুইয়ে দেওয়া হতো। অতঃপর পেরেকযুক্ত জুতা পরে যুবকরা তার বুকের ওপর নৃত্য করত আর বলতো যে, এখন বল আল্লাহ্ ভিন্ন আরো উপাস্য রয়েছে। বল মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) মিথ্যাবাদী।যখন তারা

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

অনেক বেশি প্রহার করত তখন ইথিওপিয়ান ভাষায় বেলাল (রা.) বলতেন 'আস্হাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আস্হাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। অপর দিকে সেই ব্যক্তি এই উত্তরই দিত যে, তোমরা আমার ওপর যতই নির্যাতন কর না কেন, আমি যখন দেখতে পেয়েছি যে, খোদা তা'লা এক, সেখানে দুইজন কিভাবে বলতে পারি? আর আমি যখন জানি যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্ তা'লার সত্য রসূল, সেক্ষেত্রে আমি তাঁকে মিথ্যাবাদী কিভাবে বলতে পারি? এতে তারা আরো বেশি প্রহার করা আরম্ভ করত। গ্রীষ্মের মাসগুলোতে, অর্থাৎ যে মাসগুলোতে প্রচণ্ড গরম হয়ে থাকে, তাঁর সাথে এরূপ আচরণই করা হতো। একইভাবে শীতকালে তারা যা করত তা হলো, তাঁর পায়ে রশি বেঁধে তাঁকে মক্কার পাথুরে গলি সমূহে টেনে নিয়ে বেড়াত। এতে তাঁর চামড়া ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেতো, অর্থাৎ তাঁর দেহের চামড়া যখম হয়ে যেতো । তারা তাঁকে টেনে নিয়ে বেড়াত আর বলতো যে, বল- মুহাম্মদ (সা.) মিথ্যাবাদী, বল- খোদা ছাড়া আরো উপাস্য রয়েছে। তখন তিনি বলতেন, 'আস্হাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আস্হাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'

আর যখন মুসলিম বাহিনী দশ হাজার সংখ্যায় (মক্কায়) প্রবেশের জন্য আসে, তখন নিশ্চয় বেলালের হৃদয়ে এই ধারণা জাগ্রত হয়ে থাকবে যে, আজ সেসব বুটজুতোর প্রতিশোধ নেওয়া হবে যেগুলো আমার বুকের ওপর নৃত্য করত। আজ আমাকে যে নির্মমভাবে প্রহার করা হতো সেসব প্রহারেরও প্রতিদান আমি পাব। কিন্তু মহানবী (সা.) যখন বলেন, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত। যে কাবাশরীফে প্রবেশ করবে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত। যে নিজের অস্ত্র সমর্পণ করবে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত। যে নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে নিবে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত। তখন বেলালের হৃদয়ে এই ধারণা জাগ্রত হয়ে থাকবে যে, তিনি (সা.) তো নিজের ভাইদের ক্ষমা করে দিচ্ছেন, আর ভালো কাজ করছেন। কিন্তু আমার প্রতিশোধ তো নেওয়া হলো না। মহানবী (সা.) যখন দেখেন যে, আজ কেবল এক ব্যক্তি রয়েছে যে আমার ক্ষমা করার কারণে কষ্ট পেতে পারে, আর তিনি হলেন বেলাল, কেননা যাদেরকে আমি ক্ষমা করছি তারা তার ভাই নয়। তাকে যে কষ্ট দেওয়া হয়েছে তা অন্য কাউকে দেওয়া হয় নি। তখন তিনি (সা.) বলেন, আমি এর প্রতিশোধ নিব, আর এমনভাবে নিব যার ফলে আমার নবুয়্যতের মর্যাদাও অক্ষুণ্ন থাকবে আর বেলালের হৃদয়ও প্রীত হবে। তিনি বলেন, বেলালের পতাকা উত্তোলন কর আর মক্কার সেসব নেতাদের, যারা জুতাসহ তার বুকের ওপর নৃত্য করত, যারা তার পায়ে রশি বেঁধে তাকে হ্যাঁচড়াতো, যারা তাকে উত্তপ্ত বালিতে শুইয়ে রাখত, তাদেরকে বলে দাও যে, যদি নিজের ও নিজ স্ত্রী-সন্তানদের জীবন রক্ষা করতে হয় তাহলে বেলালের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি মনে করি, যখন থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে, যখন থেকে মানুষ ক্ষমতা লাভ করেছে, আর যখন থেকে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির কাছ থেকে নিজ রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত হয়েছে আর প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা লাভ হয়েছে , এরূপ অসাধারণ প্রতিশোধ কোন মানুষ গ্রহণ করেনি। বেলালের পতাকা যখন কাবা চত্বরের সামনে গাড়া হয়ে থাকবে, যখন আরবের সেসব নেতা, যারা তাকে পায়ের নীচে পিষ্ট করতো, আর বলতো যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) মিথ্যাবাদী-এ কথা বলবি কিনা বল? আর এখন পরিবর্তিত পটে তারা ছুটে গিয়ে নিজ স্ত্রী-সন্তানদের হাত ধরে ধরে তাদেরকে বেলালের পতাকাতলে এনে যখন প্রাণ রক্ষার জন্য উপস্থিত করছিল, তখন বেলালের হৃদয় এবং তার প্রাণ কীভাবেই না মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য নিবেদিত হয়ে থাকবে! তিনি বলে থাকবেন যে, জানি না কাফেরদের কাছ থেকে আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারতাম কিনা, কিন্তু এখন সেই প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে। কেননা প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যার জুতা আমার বুকের ওপর পড়তো, তার মস্তক আমার জুতায় ঝুঁকিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সেসব জুতা, যা তার বুকে নৃত্য করত, আজ সেগুলো পরিধানকারী মস্তক সমূহ হযরত বেলালের জুতার ওপর অবনত করা হয়েছে। এটি ছিল সেই প্রতিশোধ যা ইউসুফের প্রতিশোধের চেয়েও অধিক চমৎকার ছিল, কেননা ইউসুফ নিজ পিতার কারণে তার ভাইদের ক্ষমা করেছিলেন। যার কারণে ক্ষমা করেছিলেন তিনি ছিলেন তার পিতা আর যাদেরকে ক্ষমা করেছেন তারা ছিল তার ভাই। অপরদিকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজ চাচা ও ভাইদের এক ক্রীতদাসের জুতার বদৌলতে ক্ষমা করেন। ইউসুফের প্রতিশোধ গ্রহণ এর বিপরীতে কীইবা মূল্য।

(সাইরে রূহানী, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২৪, পৃ: ২৬৮-২৭৩)

এ উদ্বৃতিটি সায়রে রূহানী পুস্তক থেকে নেয়াএ ঘটনাটি দিবাচা তফসীরুল কুরআনেও সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি বলার কারণ হলো কতিপয় লোক লিখে পাঠায় যে, অমুক স্থানে তো এভাবে বলেছিলেন। উভয় বর্ণনায় সংক্ষিপ্ত ও বিশদ বর্ণনার পার্থক্য ছাড়া অন্য কোন পার্থক্য নেই। কতিপয় লোক কোন কথা বের করে পার্থক্য গণনা করা আরম্ভ করে দেয়। ঘটনা ও এর ফলাফলের দিক থেকে উভয়স্থানে বিষয় একই (বর্ণনা করা হয়েছে)।

যাহোক, এখানে যে বর্ণনা রয়েছে তা এরূপ যে; আবু সুফিয়ান বলে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! মক্কার লোকেরা যদি তরবারি ধারণ না করে তাহলে কি তারা নিরাপদে থাকবে? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। প্রত্যেক ব্যক্তি, যে নিজ ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে। হযরত আব্বাস বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আবু সুফিয়ান অহংকারী মানুষ। তার কথার অর্থ হলো, তার সম্মান অক্ষুন্ন রাখারও কোন ব্যবস্থা করা উচিত। এটি হযরত আব্বাসের বরাতে অতিরিক্ত কথা। তিনি (সা.) বলেন, খুব ভালো, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নিবে তাকেও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। যে কা'বার মসজিদে প্রবেশ করবে তাকেও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। যে নিজের অস্ত্র সমর্পন করবে তাকেও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। যে নিজ দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে তাকেও নিরাপত্তা দেয়া হবে। যে হাকীম বিন হিযামের ঘরে আশ্রয় নিবে তাকেও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। এরপর আবি রুআয়হা, যাকে তিনি (সা.) বেলাল হাবসীর ভাই বানিয়েছিলেন, তার সম্পর্কে তিনি (সা.) বলেন, আমরা এখন আবি রুআয়হাকে আমাদের পতাকা দিচ্ছি। যে ব্যক্তি আবি রুআয়হার পতাকাতলে দাঁড়াবে তাকেও আমরা কিছু বলব না। আর বেলালকে বলেন, তুমি সাথে সাথে এ ঘোষণা করতে থাক যে, যে ব্যক্তি আবি রুআয়হার পতাকাতলে আসবে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে। বেলালের সাথে সাথে ঘোষণা করার বিষয়টি এখানে অতিরিক্ত এসেছে। এ আদেশে কতইনা সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা নিহিত ছিল। মক্কার লোকেরা বেলালের পায়ে রশি বেঁধে তাকে অলিগলিতে টানাহ্যাঁচড়া করত। মক্কার গলি, মক্কার ময়দান বেলালের জন্য কোন নিরাপদ স্থান ছিল না, বরং শাস্তি, লাঞ্ছনা এবং বিদ্রুপের স্থান ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) ভাবলেন, বেলালের হৃদয়ে আজ বারবার প্রতিশোধের ধারণা জাগ্রত হয়ে থাকবে। এ বিশ্বস্ত সঙ্গীর প্রতিশোধ নেওয়াও অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু আমাদের প্রতিশোধ ইসলামের মহিমাসম্মত হওয়াও আবশ্যক। তাই তিনি তরবারি দ্বারা শত্রুদের শিরোচ্ছেদ করে বেলালের প্রতিশোধ নেন নি বরং তার ভাইয়ের হাতে একটি পতাকা দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেন আর বেলালকে এ ঘোষণার করার জন্য নিযুক্ত করেন যে, যে কেউ আমার ভাইয়ের পতাকাতলে এসে দাঁড়াবে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে। কতই না অসাধারণ ছিল এ প্রতিশোধ! কতই না সুন্দর ছিল এ প্রতিশোধ! বেলাল যখন উচ্চস্বরে এ ঘোষণা করে থাকবেন যে, হে মক্কাবাসীরা! আস, আমার ভাইয়ের পতাকাতলে দাঁড়িয়ে যাও, তোমাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে, তখন তার মনের প্রতিশোধ স্পৃহা নিজ থেকেই উবে গিয়ে থাকবে। তিনি অনুভব করে থাকবেন যে, যে প্রতিশোধ হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার জন্য নির্ধারণ করেছেন এর চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এবং এর চেয়ে অধিক সুন্দর আর কোন প্রতিশোধ আমার জন্য হতে পারে না।

(দীবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৪০-৩৪১)

এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) হযরত বেলালের ধৈর্য্য এবং মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর অবস্থার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন যে, এসব কষ্ট বেলালকে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ মক্কায় যেসব কষ্ট তাকে সহ্য করতে হয়েছে সেগুলোর কথা হচ্ছে (যার উল্লেখ পূর্বেও করা হয়েছে,) কিন্তু জানো কি, যখন মক্কা বিজয় হয় তখন সেই ইথিওপিয়ান দাস বেলাল, যার বুকের ওপর মক্কার বড় বড় নেতারা নৃত্য করত, তাকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) কী সম্মান দিয়েছেন এবং কীভাবে কাফেরদের কাছ থেকে তাঁর প্রতিশোধ নিয়েছেন? যখন মক্কা বিজয় হয় তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বেলালের হাতে একটি পতাকা তুলে দেন এবং ঘোষণা করেন যে, হে মক্কার নেতারা! যদি তোমরা নিজেদের জীবন বাঁচাতে চাও তাহলে বেলালের পতাকাতলে এসে দণ্ডায়মান হও। এক কথায় সেই বেলাল যার বুকে মক্কার এই বড় বড় নেতারা লাফালাফি করতো তাঁর বিষয়ে মহানবী (সা.) মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে

যুগ খলীফার বাণী

" প্রত্যেক আহমদীর নিজের পাঁচ ওয়াক্তের নামায নিয়মিত পড়ার প্রতি এবং বা-জামাত নামায পড়ার প্রতি মনোযোগ আছে কি না তা পর্যালোচনা করে দেখা উচিত।"

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১১ অক্টোবর, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gwahati)

বলেন, আজ তোমাদের প্রাণরক্ষার একটিই উপায় আর তা হল, তোমরা বেলালের দাসত্ব বরণ করো অথচ একসময় বেলাল ছিলেন তাদের দাস এবং তারা ছিল মনিব।

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২১, পৃ: ১৬৪)

অতএব সর্বক্ষেত্রে একই উপসংহার টানা হয়েছে। তাঁর (রা.) ভাইয়ের হাতে পতাকা দিলেও বেলাল (রা.)-কে সাথে রাখা হয়েছে। বেলালের নামে যখন পতাকা দিয়েছেন তখনও উপসংহার একই টানা হয়েছে। অতএব সামান্য পার্থক্যের সাথে ঘটনার দৃষ্টিকোণ থেকে একই কথা বর্ণনা করা হচ্ছে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, ঈদের দিন (হযরত বেলাল) মহানবী (সা.)-এর সামনে বর্শা নিয়ে হাটতেন। ঈদের দিন এক ব্যক্তি [মহানবী (সা.)-এর] সামনে হাটতেন আর তার হাতে বর্শা থাকতো আর সেই দায়িত্ব সাধারণত হযরত বেলাল (রা.) পালন করতেন। মুহাম্মদ বিন উমর বর্ণনা করেন, হযরত বেলাল সেটি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সম্মুখে মাটিতে পুঁতে দিতেন। সে যুগে ঈদগাহ হিসেবে সাধারণত খোলা মাঠ ব্যবহৃত হতো।

(আত্তাবাকাতু কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭৭)

এক রেওয়ায়েত হলো হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী মহানবী (সা.)কে উপঢৌকনস্বরূপ তিনটি বর্শা পাঠিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) একটি নিজের কাছে রেখে দেন, একটি হযরত আলী বিন আবু তালেব (রা.)কে এবং অপরটি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে প্রদান করেন। মহানবী (সা.) নিজের জন্য যে বর্শাটি রেখেছিলেন, উভয় ঈদে হযরত বেলাল (রা.) সেটি নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সম্মুখভাবে অগ্রসর হতেন এবং সেটি মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে গেড়ে দিতেন আর মহানবী (সা.) সেটি সম্মুখে রেখেই নামায আদায় করতেন। মহানবী (সা.) -এর মৃত্যুর পর হযরত বেলাল (রা.) একইভাবে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সম্মুখে সেই বর্শাটি হাতে নিয়ে চলতেন।

(আত্তাবাকাতু কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭৮)

রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত বেলাল (রা.) জেহাদে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে সিরিয়া চলে যান। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত বেলাল (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে আসেন এবং নিবেদন করেন, হে রসুলের খলিফা! আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, মু'মিনের সর্বোত্তম কাজ হল, আল্লাহর পথে জেহাদ করা। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, বেলাল! তুমি আসলে কী চাও? হযরত বেলাল (রা.) বলেন, আমি চাই, আমাকে আল্লাহর পথে জেহাদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হোক এবং এতেই যেন আমি শাহাদাত বরণ করি। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে বেলাল! আমি তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি আমার সম্মান ও অধিকার তোমাকে স্মরণ করাচ্ছি, আমি বয়ঃবৃদ্ধ ও দূর্বল হয়ে গেছি। আমার মৃত্যুর ক্ষণ সন্নিকটে, তাই তুমি আমার কাছেই অবস্থান করো। অতএব হযরত বেলাল (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কাছেই অবস্থান করেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত বেলাল (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর কাছে আসেন এবং তাঁর কাছেও একই আবেদন করেন যেমনটি হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে করেছিলেন। হযরত উমর (রা.) তাঁকেও একই উত্তর দেন কিন্তু হযরত বেলাল (রা.) তা মানতে অস্বীকৃতি জানান। হযরত বেলাল (রা.) জেহাদে যেতে বদ্ধপরিকর ছিলেন, তাই তিনি হযরত উমর (রা.)-এর সম্মুখে সেকথার উপর জোর দিতে থাকেন। হযরত উমর (রা.) তাঁকে বলেন, আমি তোমার পর কাকে আযানের দায়িত্ব দিব? হযরত বেলাল (রা.) নিবেদন করেন, হযরত সা'দকে দিন, কেননা তিনি মহানবী (সা.)-এর যুগেও আযান দিয়েছেন। তদনুযায়ী হযরত উমর (রা.) হযরত সা'দ এবং তার পর তাঁর সন্তানদের সম্বন্ধে আযানের দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন আর হযরত বেলালকে তাঁর পীড়াপীড়ির কারনে জেহাদে পাঠিয়ে দেন।

(আত্তাবাকাতু কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭৮)

এটি একটি রেওয়ায়েত। অপর রেওয়ায়েতে আযান সম্পর্কে হযরত বেলাল (রা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর মধ্যকার সংলাপের উল্লেখ এভাবে রয়েছে যে,মুসা বিন মুহাম্মদ তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ননা করেন যে, মহানবী (সা.) এর মৃত্যু হলে হযরত বেলাল (রা.) সেই দিন সেই সময় আযান দিয়েছেন, যখন মহানবী (সা.)-এর দাফন কার্য সম্পন্ন হয়নি। যখন তিনি 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুলাহ' বলেন যা তাঁর নিজের ভাষায় আসহাদু উচ্চারণ করতেন, তখন মসজিদে লোকেরা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। যখন মহানবী (সা.) এর দাফন সম্পন্ন হয়ে গেল তখন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত বেলাল (রা.)কে আযান দিতে বললেন। হযরত বেলাল (রা.) উত্তরে বলেন, আমাকে মুক্ত করার উদ্দেশ্য যদি হয় যে, আমি আপনার সাথে থাকি তাহলে পন্থা সেটিই যেভাবে আপনি বলছেন। কিন্তু যদি আপনি আমাকে আল্লাহর খাতিরে মুক্ত করে থাকেন, তাহলে আমাকে সেই উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিন যে উদ্দেশ্যে আপনি আমাকে স্বাধীন করেছেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন আমি তোমাকে আল্লাহর খাতিরে মুক্ত করেছি। তখন হযরত বেলাল (রা.) বলেন যে, আমি মহানবী (সা.)এর মৃত্যুর পর আর কারো জন্য আযান দিব না। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন এটি তোমার ইচ্ছা এরপর হযরত বিলাল (রা.) মদীনাতেই অবস্থান করেন। এক পর্যায়ে হযরত উমর (রা.) এর খিলাফতকালে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে সৈন্য রওয়ানা হয় হযরত বিলাল (রা.) তাদের সাথে সিরিয়ায় চলে যান।

(আত্তাবাকাতু কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭৮)

উসদুল গাবার রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত বিলাল (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)কে বলেন আপনি যদি আমাকে নিজের জন্য স্বাধীন করে থাকেন তাহলে আমাকে আপনার কাছে রেখে দিন। কিন্তু যদি আপনি আমাকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে স্বাধীন করে থাকেন তাহলে আমাকে আল্লাহর পথে জেহাদে যাওয়ার অনুমতি দিন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত বিলাল (রা.)কে বললেন যাও, অতএব হযরত বিলাল (রা.) সিরিয়ায় চলে যান আর মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। অধিকাংশ রেওয়ায়েতে অনুসারে, তিনি হযরত আবু বকর (রা.) এর যুগে যান নি বরং হযরত উমর (রা.) এর যুগে গিয়েছিলেন আর অন্য এক উক্তি বা রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত বিলাল (রা.) মহানবী (সা.) এর মৃত্যুর পর হযরত আবু বকর (রা.) এর খিলাফতকালেও আযান দিতেন ।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪১৬)

এক রেওয়ায়েত এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত বেলাল (রা.) একবার স্বপ্নে মহানবী (সা.)-কে দেখেন। (স্বপ্নে) মহানবী (সা.) বলেন, "বেলাল! এ কেমন পাষণ্ডতা? তোমার কি এখনো আমার জিয়ারতের জন্য আসার সময় হয় নি?" হযরত বেলাল বড় দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঘুম থেকে উঠেন। তিনি তখন সিরিয়া থাকতেন আর সিরিয়া থকে, বাহনে বসে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মহানবী (সা.)-এর রওজা মোবারকের সামনে উপস্থিত হয়ে অঝোরে কাঁদা আরম্ভ করেন এবং ছটফট করতে থাকেন । ইতিমধ্যে হযরত হাসান ও হোসাইন (রা.) এলেন। হযরত বেলাল (রা.) তাঁদেরকে আদর করে চুমু দিয়ে বুকে টেনে নেন। হযরত হাসান এবং হোসাইন (রা.) হযরত বেলাল (রা.)-কে বলেন যে, আমরা চাই আপনি ফজরের আযান দিন। তিনি তিনি (রা.) মসজিদের ছাদে গেলেন। বর্ণনাকারীর মতে, হযরত বেলাল (রা.) 'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চকিত করলে গোটা মদীনা যেন সেই ধ্বনিতে একেবারে কেঁপে উঠে। এরপর তিনি (রা.) যখন 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বললেন তখন আরো বেশি আলোড়ন সৃষ্টি হয়। মদীনাবাসী এক ঝটকায় জেগে উঠে। এরপর তিনি (রা.) যখন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্' পড়েন তখন মহিলারাও ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। বর্ণনাকারী বলেন, সেদিন মদীনায় যত নারী-পুরুষ কেঁদেছে এরচেয়ে বেশি কখনো দেখা যায় নি।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪১৭)

মহানবী (সা.)-এর যুগ এবং সেই আযান স্মৃতিপটে জাগ্রত হতেই মানুষ ব্যকুল হয়ে উঠে।

হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফতের যুগে হযরত বেলাল (রা.) জিহাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার অনুমতি প্রার্থনা করলে হযরত উমর (রা.) বলেন, আযান দিতে আপনার বাধা কিসের? জবাবে হযরত বেলাল (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.) -এর নির্দেশে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আযান দিয়েছি। এরপর আমি হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যু পর্যন্তও তাঁর আদেশে আযান দিয়েছি কেননা তিনি (রা.) আমার নেয়ামতের নিগরান তথা কৃপাকর্তা ছিলেন। আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, হে বেলাল! আল্লাহ্র পথে জিহাদের চেয়ে উত্তম আর কোন ইবাদত নেই। অতএব

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"
(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

হযরত বেলাল সিরিয়া চলে যান। হযরত উমর যখন সিরিয়ায় যান, তখন হযরত উমরের অনুরোধে হযরত বেলাল আযান দেন। বর্ণনাকারী বলেন, সেদিনের পূর্বে আমরা তাকে কখনো এতটা কাঁদতে দেখি নি।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪১৬-৪১৭)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) হযরত বেলাল (রা.) -এর জীবনের শেষ দিনগুলোর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, হযরত বেলাল জীবনের উপান্তে সিরিয়া চলে গিয়েছিলেন। এখানে এ কথারও উল্লেখ রয়েছে যে, মানুষজন তার কাছে (মেয়ে) বিয়ে দিত না, কিন্তু ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি একাধিক বিয়ে করেছিলেন এবং বিয়ে হয়েছিল; হতে পারে যে, সিরিয়া যাচ্ছিলেন বিধায় (তখন) বিয়ে দিচ্ছিল না, কিংবা সিরিয়া গিয়ে বিয়ে করতে পারছিলেন না। যাহোক, মহানবী (সা.) -এর যুগেই তার একাধিক বিয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ লিখেন যে, সিরিয়াতে তিনি বিয়ের জন্য একস্থানে প্রস্তাব দেন এবং বলেন, আমি ইথিওপিয়ান, চাইলে বিয়ে না-ও দিতে পার; আর যদি মহানবী (সা.)-এর সাহাবী মনে করে আমার কাছে বিয়ে দাও- তবে তা অনেক বড় অনুগ্রহ হবে। তারা বিয়ে দিয়ে দেয় এবং তিনি সিরিয়াতেই থেকে যান। যাহোক, এর আগেও তিনি বিয়ে করেছিলেন; হতে পারে পূর্বের স্ত্রীগণ মৃত্যুবরণ করেছিলেন, কিংবা তার সাথে (সিরিয়া) যেতে কেউ সম্মত ছিলেন না, অথবা তিনি সিরিয়ায় বিয়ে করতে চাইছিলেন। যা-ই হোক না কেন, এই বিষয়টি এখানে একটু স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, পূর্বেই তিনি বিবাহিত ছিলেন। যদিও হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একথা লিখেছেন বা অন্যান্য বর্ণনায়ও যেটি পাওয়া যায় তা হলো, কেউ তার কাছে বিয়ে দিতে চাইতো না। কোন্ প্রেক্ষিতে তিনি (রা.) একথা লিখেছেন তা আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন। যাহোক, তিনি যেখানে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেখানে তার বিয়ে হয়ে যায় এবং তিনি সিরিয়াতেই থেকে যান। পরবর্তী যে স্বপ্নটির বর্ণনা এসেছে, সেটি হলো মূল বিষয়; বিয়ের কথাটি এখানে প্রসঙ্গক্রমে এসেছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ লিখেন যে, একবার মহানবী (সা.) স্বপ্নে তাঁর (অর্থাৎ হযরত বেলালের) কাছে আসেন এবং বলেন, হে বেলাল! তুমি তো আমাকে ভুলেই গেছ। আমার কবর যিয়ারত করার জন্যও কখনো আস নি। তিনি (রা.) তৎক্ষণাৎ উঠে সফরের প্রস্তুতি নিয়ে মদিনায় চলে যান এবং মহানবী (সা.) -এর কবরের পাশে কেঁদে কেঁদে দোয়া করেন। সে সময় তিনি এতটা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন যে মানুষের মাঝে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, বেলাল এসেছেন। হযরত হাসান এবং হোসেন (রা.), যারা তখন বড় হয়ে গিয়েছিলেন, দৌড়ে আসেন এবং বলেন, আপনিই মহানবী (সা.)-এর যুগে আযান দিতেন? তিনি (রা.) বলেন, হ্যাঁ। তারা বলেন, আমাদেরও আপনার আযান শুনান। অতএব তিনি (রা.) আযান দেন আর মানুষ তা শ্রবণ করে।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২৫, পৃ: ১৮২, প্রদত্ত খুতবা, ১০ই মার্চ, ১৯৪৪)

হযরত উমর (রা.) যখন নিজ খিলাফতকালে সিরিয়ায় ভাতা প্রদানের জন্য দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন অর্থাৎ এ্যাকাউন্ট এর রেজিস্টার বা খাতা প্রভৃতি বানান এবং সমস্ত রেকর্ড প্রস্তুত করান, তখন হযরত বেলাল (রা.) সিরিয়ায় চলে যান এবং সেখানেই জিহাদকারীদের সাথে অবস্থান গ্রহণ করেন। হযরত উমর (রা.) হযরত বেলাল (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, হে বেলাল! তুমি নিজের ভাতা সংক্রান্ত খাতা কার কাছে রাখবে, অর্থাৎ নিজের হিসাবনিকাশের জন্য প্রতিনিধিত্ব কার ওপর ন্যস্ত করতে চাও, এখানে তোমার প্রতিনিধি কে হবে? তিনি (রা.) উত্তরে বলেন, আবু রুআয়হার কাছে, যাকে আমি সেই ভ্রাতৃত্বের কারণে কখনো পরিত্যাগ করব না যা মহানবী (সা.) আমাদের দু'জনের মাঝে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭৬)

হযরত বেলাল (রা.)-এর স্পষ্টভাষী হওয়ার একটি ঘটনা এক রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আমর বিন মায়মুন নিজ পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত বেলাল (রা.) -এর এক ভাই নিজেকে আরবের অধিবাসী বলে দাবি করতেন এবং তিনি মনে করতেন যে, তিনি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরবের এক মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করেন। তখন তারা বলে, হযরত বেলাল (রা.) যদি আসেন তবেই আমরা তোমার সাথে বিয়ে দিব। হযরত বেলাল (রা.) আসেন, তাশাহ্হুদ পাঠ করেন এবং বলেন, আমি বেলাল বিন রাবাহ্ আর এই ব্যক্তি আমার ভাই। সে চারিত্রিক এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভালো মানুষ নয়। তা সত্ত্বেও যদি তোমরা তার সাথে বিয়ে দিতে চাও তবে দিতে পার, আর যদি প্রত্যাখ্যান করতে চাও তাহলে প্রত্যাখ্যানও করতে পার। তারা বলেন, আপনি যার ভাই তার সাথে আমরা বিয়ে দিব। সুতরাং তারা হযরত বেলাল (রা.)-এর ভাইয়ের সাথে বিয়ে দেয়।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭৯)

যায়েদ বিন আসলাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, বনু আবু বুকায়ের মহানবী (সা.)-এর সকাশে এসে বলে যে, অমুক ব্যক্তির সাথে আমাদের বোনের বিয়ের সম্পর্ক করিয়ে দিন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, বেলালের ব্যাপারে তোমাদের মতামত কী? তারা দ্বিতীয়বার এসে নিবেদন করে যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! অমুক ব্যক্তির সাথে আমাদের বোনের সম্পর্ক করিয়ে দিন। তিনি (সা.) বলেন, বেলাল সম্পর্কে তোমাদের মতামত কী? তারা অসম্মতি প্রকাশ করে চলে যায়। এরপর তারা তৃতীয়বার এসে পুনরায় নিবেদন করে যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমাদের বোনের বিয়ে অমুক ব্যক্তির সাথে করিয়ে দিন। তিনি (সা.) বলেন, বেলাল সম্পর্কে তোমাদের মতামত কী? এমন ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের মতামত কী যিনি জন্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে তারা হযরত বেলাল (রা.)-এর সাথে বোনের বিয়ে দেয়।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭৯)

আমি পূর্বে যে উদ্ধৃতির প্রেক্ষাপটে বলেছিলাম যে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেছেন, বিয়ে হয় নি, তা সম্ভবত কোন বিশেষ প্রেক্ষাপটে বলা হয়ে থাকবে পূর্বে । বাস্তবে পূর্বে তার একাধিক বিয়ে হয়েছিল, আর এটিও সে সম্পর্কিত একটি উদ্ধৃতি। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, হযরত উমরের খিলাফতকালে আবু সুফিয়ান এবং মক্কার অন্যান্য কতিপয় নেতা, যারা মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হয়েছিল হযরত উমর (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়। ঘটনাচক্রে ঠিক তখনই বেলাল, আম্মার এবং সুহায়েব প্রমুখও হযরত উমর (রা.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসেন। তারা এমন লোক ছিলেন যারা দীর্ঘকাল ক্রীতদাস ছিলেন এবং খুবই দরিদ্র ছিলেন। কিন্তু তারা সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত উমর (রা.)-কে যখন সংবাদ দেওয়া হয় তখন তিনি বেলাল প্রমুখদের সাক্ষাতের জন্য প্রথমে ডাকেন। আবু সুফিয়ান, যার মাঝে সম্ভবত তখনও অজ্ঞতার কিছুটা ছাপ অবশিষ্ট ছিল, এই দৃশ্য দেখে তার দেহ-মনে আগুন লেগে যায়। অতএব সে বলে, এই লাঞ্ছনাও আমাদের দেখার বাকি ছিল যে, আমরা অপেক্ষায় থাকব আর এসব ক্রীতদাসদের সাক্ষাতের সম্মানে ভূষিত করা হবে। অপর দিক থেকে হযরত সুহায়েল তাৎক্ষণিকভাবে উত্তরে বলেন, ভেবে দেখ! এর জন্য দায়ী কে? মুহাম্মদ (সা.) আমাদের সবাইকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করেছেন, আমরা বিলম্ব করেছি কিন্তু তারা তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। তাহলে, আমাদের ওপর এদের শ্রেষ্ঠত্ব পাওয়ার অধিকার আছে কি নেই?

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৩৬৯)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনার উল্লেখ এবং হযরত বেলালের মাকাম ও পদমর্যাদার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, হযরত উমর (রা.) নিজ খিলাফতকালে একবার মক্কায় আসেন। তখন সেসব কৃতদাস, যাদের মাথার চুল ধরে মানুষ টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যেত, একে একে হযরত উমরের সাথে সাক্ষাতের জন্য আসা আরম্ভ করে। সেদিন ছিল ঈদের দিন। সেই ক্রীতদাসদের আসার পূর্বে মক্কার বড় বড় নেতার সন্তানেরা তাঁকে সালাম দেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছিল। তারা সেখানে বসেই ছিল, এমন সময় হযরত বেলাল সেখানে আসেন, সেই বেলাল যিনি একসময় ক্রীতদাস ছিলেন, যাকে মানুষ মারধর করতো, যাকে অসমতল ও কঙ্করময় পাথরের ওপর নগ্ন দেহে হ্যাঁচড়াতো, যার বুকের ওপর বড় বড় ভারী পাথর রেখে বলতো যে, বল- আমি লাত ও উয্যার উপাসনা করব, কিন্তু তিনি এটিই বলতেন যে,'আশ্হাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। হযরত উমর (রা.) যখন হযরত বেলালকে দেখেন তখন সেসব নেতৃবর্গকে বলেন, সামান্য পেছনে সরে যাও এবং বেলালকে বসার স্থান দাও। তিনি (রা.) বসলেন মাত্র, ঠিক তখনই আরেকজন ক্রীতদাস সাহাবী আসেন, হযরত উমর (রা.) পুনরায় সেসব নেতৃবর্গকে বলেন, সামান্য পেছনে সরে যাও এবং তাকে বসতে দাও। কিছুক্ষণ পার হতেই আরেকজন ক্রীতদাস সাহাবী

রসুলের বাণী

আঁ হযরত (সা.)বলেছেন, "মানুষ যখন তওবা করে, অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর একত্ব স্বীকার করে, তখন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল লিবাস, বাবুস সিয়াবুল বাইয)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

আসেন। হযরত উমর (রা.) পূর্বের মতো সেসব নেতার উদ্দেশ্যে বলেন, কিছুটা পেছনে সরে যাও আর তাকে বসার জায়গা দাও। আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু তাদেরকে লাঞ্ছিত করতে চাচ্ছিলেন তাই ঘটনাচক্রে একের পর এক আট-দশ জন ক্রীতদাস চলে আসে আর প্রতিবারই হযরত উমর (রা.) সেই নেতাদের উদ্দেশ্যে এটিই বলেন যে, পেছনে সরে যাও আর তাকে বসার জায়গা দাও। সে যুগে বড় বড় হল নির্মাণ করা হতো না বরং সাধারণ কক্ষ হতো, যাতে বেশি মানুষ বসতে পারতো না। ক্রীতদাস সাহাবীদের দ্বারা কক্ষটি পূর্ণ হয়ে গেলে বাধ্য হয়ে সেসব নেতাকে জুতো রাখার স্থানে বসতে হয়। এই লাঞ্ছনা তাদের জন্য অসহনীয় হয়ে পড়ে। তারা তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে আর বাহিরে গিয়ে পরস্পরকে বলে, দেখেছ! আজ আমাদের কীরূপ লাঞ্ছিত করা হয়েছে? সেসব ক্রীতদাস, যারা আমাদের সেবা করতো, তাদের সামনে বসানো হয়েছে আর আমাদেরকে পেছনে সরতে বাধ্য করা হয়েছে। এমনকি পেছনে সরতে সরতে আমরা জুতো রাখার স্থানে গিয়ে পৌঁছেছি আর সবার দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়েছি। এক ব্যক্তি, যে তাদের মাঝে অধিক বিচক্ষণ ছিল, সে এ কথা শুনে বলে, একথা ঠিক যে, আমাদের অসম্মান হয়েছে, কিন্তু প্রশ্ন হলো, মূলত কার অপকর্মের কারণে এমনটি হয়েছে? আমাদের বাপ-ভাইয়েরা যখন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং তাঁর অনুসারীদের মারধর করত তখন এই ক্রীতদাসেরা তাঁর (সা.) জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল। আজ যেহেতু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর রাজত্ব, তাই তোমরা স্বয়ং চিন্তা করে বল যে, তাঁর অনুসারীরা কোন লোকদের সম্মান দিবে, তোমরা যারা মারধর করতে তাদেরকে, নাকি সেসব ক্রীতদাসদের যারা ইসলামের খাতিরে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকত? সম্মান যদি তাদেরই প্রাপ্য হয় তাহলে আজকের ব্যবহারে তোমাদের মনে অভিযোগ-অনুযোগ কেন ? তোমাদের নিজেদের পিতৃপুরুষের অপকর্মের কারণে তোমাদের সাথে সেই ব্যবহার করা হচ্ছে না যা ক্রীতদাসদের সাথে করা হচ্ছে। একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি যখন এ কথা বলে তখন এ বিষয়টি তাদের বোধগম্য হয়। তারা তখন বলে, প্রকৃত বিষয়টি আমরা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই অপমানের হাত থেকে মুক্তির কোন উপায় আছে কি? নিঃসন্দেহে আমাদের বাপ-দাদাদের দ্বারা ভুল হয়েছে, কিন্তু এই অপরাধের কোন প্রায়শ্চিত্তও থাকা উচিত, যাতে এই লাঞ্ছনার দাগ আমাদের ললাট থেকে মুছতে পারে। তখন তারা সবাই সিদ্ধান্ত নেয় যে, আমাদের যেহেতু কোন কিছু বোধগম্য হচ্ছে না তাই চল হযরত উমর (রা.)-এর কাছেই জিজ্ঞেস করি যে, এই অপমানের প্রতিকার কী? তারা যখন পুনরায় হযরত উমর (রা.)-এর কাছে যায় ততক্ষণে বৈঠক শেষ হয়ে গিয়েছিল আর সব সাহাবী চলে গিয়েছিলেন। তারা হযরত উমর (রা.)-কে বলে, আজ এই বৈঠকে এসে আমরা যে দুঃখ পেয়েছি সে বিষয়ে আমরা আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি। হযরত উমর (রা.) বলেন, দেখ! কিছু মনে করো না, এরা মহানবী (সা.)-এর সাহাবী ছিলেন আর তাঁর (সা.) বৈঠকে সর্বদা সম্মুখে বসতেন, তাই আমিও তাদের সম্মুখে বসাতে বাধ্য ছিলাম। আমার এমন কর্মে যদিও তোমাদের কষ্ট হয়েছে, কিন্তু আমি অপারগ ছিলাম। উত্তরে তারা বলে, আমরা আপনার এই অপারগতা বুঝি, আমরা শুধু এটি জানতে চাই যে, এই অপমান (থেকে পরিত্রাণের) কোন উপায় আছে কি? এমন কোন পানি আছে কি যদ্বারা এই দাগ ধুয়ে ফেলা যেতে পারে? হযরত উমর (রা.) সেই যুবকদের পিতাপিতামহের ঐশ্বর্য-আড়ম্বর এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখেছিলেন, তাই তিনি যখন সেই যুবকদের একথা শুনেন তার চোখ অশ্রুতে ভরে যায়, একথা ভেবে যে, এরা নিজেদের পাপের কারণে কোথা থেকে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি এতটাই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন যে, তিনি তাদের কথার উত্তর পর্যন্ত দিতে পারেন নি, কেবলমাত্র হাত তুলে সিরিয়ার দিকে ইঙ্গিত করেন যেখানে সে সময় রোমান সৈন্যদের সাথে (মুসলমানদের) যুদ্ধ চলছিল। এর অর্থ ছিল, এখন লাঞ্ছনার এই দাগ মুছে ফেলার (একমাত্র) উপায় হলো, এই যুদ্ধে যোগ দিয়ে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে দাও। অতএব, তারা তখনই বাহিরে বের হয় আর নিজেদের উটে আরোহণ করে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তাদের মধ্যে একজনও জীবিত ফিরে আসে নি। এভাবে তারা নিজেদের রক্ত দিয়ে সেই লাঞ্ছনার দাগ মুছেছিল যা তাদের পিতা-পিতামহের অপকর্মের কারণে তাদের ললাটে লেগেছিল।

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।

Email: banglabadar@hotmail.com

(তফসীর কবীর, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৮৯-২৯০)

কাজেই প্রথম কথা হলো, কুরবানী দিতে হয় তবেই মর্যাদা লাভ হয়। ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা হলো, যারা কুরবানী করে, যারা শুরু থেকেই বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে, তাদের মর্যাদা অবশ্যই উন্নত, তা তারা হাবশী ক্রীতদাস হোন বা অন্য কোন বংশেরই দাস হোন না কেন। এটি সেই মর্যাদা যা ইসলাম নির্ধারণ করেছে, যা স্বস্ব যোগ্যতার নিরিখে প্রত্যেকেই লাভ করে, এক্ষেত্রে ধনী-গরীবের কোন পার্থক্য নেই। ত্যাগী, বিশ্বস্ত, নিজেদের প্রাণ বিসর্জনকারী হলে, সবকিছু উৎসর্গকারী হলে তারা (এই) মর্যাদা লাভ করবে। হযরত বেলাল (রা.)'র স্মৃতিচারণ চলছে, ইনশাআল্লাহ্, আগামীতেও তা অব্যাহত থাকবে।

****

ওয়াকফে নওদের সঙ্গে হুযুরের ক্লাস

* একজন ওয়াকফে নও যুবক প্রশ্ন করে যে, একজন আহমদী ওয়াকফে নও কিভাবে জামাতের উপযোগী সত্তা হয়ে উঠতে পারে?

এর উত্তরে হুযুর (আই.) বলেন, ওয়াকফে নও -এর অর্থ হল তোমার পিতা-মাতা জন্মের পূর্বে তোমাকে ওয়াক্ফ করেছিল। তোমার জন্মের পূর্বেই তোমার পিতা-মাতা দোয়া করেছিল যে, যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তাকে তারা ধর্মের সেবার উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করবে। ধর্মের সেবা কিভাবে করা হয়? ধর্মের সেবা তখনই হয় যখন ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়। আমরা কারা? আমরা হলাম মুসলমান। একজন মুসলমান দিক-নির্দেশনা কোথা থেকে পায়? কুরআন মজীদ থেকে। প্রথমত একজন ওয়াকফে নও-এর জানা উচিত যে, খোদা এক-অদ্বিতীয় যিনি যাবতীয় শক্তির অধিকারী। তিনি আমাদের আদেশ দিয়েছেন যে, আমার ইবাদত কর। অতএব একজন ওয়াকফে নও যুবকের নামাযের হিফাযত করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা নামায পড়ার আদেশ দিয়েছেন। প্রথমে আল্লাহ্র উপর ঈমান আনতে হবে এবং এর পর আসবে নামায। নামায যথাযথভাবে পড়তে হবে। এছাড়া যদি নফল পড়তে পারে তবে তা হবে তোমাদের জন্য অতিরিক্ত ইবাদত। আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর যেন তিনি তোমাকে তার ভালবাসা প্রদান করেন এবং তাঁর আদেশ মেনে চলার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ্র আদেশ মেনে চলা কী? কুরআন করীম আমাদের জন্য পথ-প্রদর্শনকারী। এতে অনেক আদেশ আছে। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করার পাশাপাশি তোমাদের এমন একটি জীবনযাপন করতে হবে যেন তুমি মানুষে সেবা কর। মিথ্যা কথা বলা উচিত নয়। ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। এমন ন্যায়-নীতি যে যদি সাক্ষী দিতে হয় তবে যেন কোন পরোয় না কর।

যদি তোমাকে বলা হয় যে, তোমার ভাই অথবা তোমার কোন নিকটজনের বিরুদ্ধে কোন অপরাধের অভিযোগ আছে, আর তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে। বল প্রকৃত ঘটনা কি? এমতাবস্থায় তার ভয়ে ভীত হয়ে বা একথা ভেবে যে সে তো আমার আত্মীয়, তুমি যদি একথা বল যে আমি জানি না, তবে এটি অন্যায় হবে। যদি তুমি তার কথা নিজে প্রচার কর তবে সেটি অনুচিত কর্ম। কিন্তু যদি তোমাকে সাক্ষীর জন্য ডাকা হয় তবে সত্য কথা বল। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বহু আদেশ দিয়েছেন। ওয়াকফে নও কোন পদবি নয়। ধর্মের সেবার প্রেরণা থাকা চায়। এখন তোমরা পড়াশোনা করছ। কিন্তু যখন জামাতের প্রয়োজন দেখা দিবে তখন জামাত বলবে যথারীতি ওয়াকফে নও-এ যোগ দান করে জামাতের কাজ কর। আর যদি আপাতকালীনভাবে প্রয়োজন না হয় তবে তোমরা আপাতত নিজেদের কাজ কর। কিন্তু এক্ষেত্রেও একজন ওয়াকফে নওকে বোঝা উচিত যে, তার প্রাথমিকতা হল ধর্মের সেবক হওয়া। তাই যেখানেই থাকুক নিজেদের নমুনা কায়েম করা উচিত এবং যে ধরণের কাজই করুক না কেন নিজের ধর্মীয় শিক্ষা অনুযায়ী আমল করা উচিত।

* এরপর একজন ওয়াকফে নও খাদিম প্রশ্ন করে: এশার নামাযে যদি তিন রাকাত ছেড়ে যায় তবে সেই তিন রাকাত পড়ার দুটি পদ্ধতি আছে। একটি পদ্ধতি হল সব থেকে প্রথম রাকাতে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় এবং দ্বিতীয় রাকাতে বসতে হয় এবং তৃতীয় রকাতে সালাম ফিরতে হয়।

হুযুর বলেন, প্রশ্নও করছ আবার উত্তরও দিয়ে যাচ্ছ। যদি তোমার তিন রাকাত ছেড়ে যায় তবে প্রথম রাকাতে তুমি দাঁড়িয়ে সুরা ফাতিহা পাঠ

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

করা পর অন্য একটি সূরা পাঠ কর এবং বসে পড়। প্রথম রাকাতেই বসে পড়। এরপর আবার দাঁড়িয়ে দুই রাকাত পড়ে সালাম ফির।

* একজন ওয়াকফে নও খাদিম প্রশ্ন করে যে, ভবিষ্যতে যখন একজন আহমদী প্রধানমন্ত্রী হবে সেই সময় রাজনীতিতে খিলাফতের প্রভাব কতটুকু থাকবে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, বিভিন্ন জাতি যারা এই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাদের মধ্যে কেউ আফ্রিকান হবে, কেউ ইউরোপিয়ন আবার কেউ এশিয়ান হবে। যতদূর তাদের প্রশাসনিক বিষয়ের সম্পর্ক প্রশাসন নিজেদের কাম করে যাবে। যেখানে ধর্মীয় বিষয়ে দিক-নির্দেশনা নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিবে সেখানে তারা খিলাফতের কাছ থেকে সেই দিক-নির্দেশনা নিবে। এই সম্পর্কেও কুরআন মজীদে আদেশ বিদ্যমান আছে। আল্লাহ তা'লা জানতেন যে এমন সময় উপস্থিত হবে। এই কারণে আল্লাহ্ তা'লা প্রশাসনের সম্পর্কেও এই দিক-নির্দেশনা দিয়ে রেখেছেন যে, প্রাশসনিক কাজের ক্ষেত্রে ন্যায়-নীতি অবলম্বন কর। নিজেদের আমানত রক্ষা কর। যদি কোন একটি দেশ অপর একটি দেশের উপর জুলুম করে, একটি আহমদী দেশ তার প্রতিবেশী দেশের উপর আক্রমণ করে এবং যুগ খলীফার আদেশ মান্য করতে অস্বীকার করে, তখন অন্যান্য প্রতিবেশী মুসলমান দেশগুলি একজোট হয়ে সেই অন্যায়কে প্রতিহত করার চেষ্টা করবে। আর যদি সে বিরত হয় তবে তার প্রতি কোন অন্যায় হবে না। খিলাফতের কাছ থেকে তারা অনেক আধ্যাত্মিক দিক-নির্দেশনা লাভ করবে। ঐ সকল দেশগুলিকে অনেকাংশে কুরআনীয় আদেশের অধীনে যুগ খলীফার কথা মেনে চলতে হবে এবং একজোট হয়ে অন্যায়কে প্রতিহত করতে হবে যাতে অন্যায় করতে উদ্যত দেশটি শাস্তি পায়।

* একজন যুবক প্রশ্ন করে: অ-আহমদীরা আপত্তি করে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বারাহীনে আমদীয়ার ৫০টি খণ্ড রচনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কেবল ৫টি খণ্ডই লিখেছিলেন।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর উত্তর দিয়েছেন। তাঁর প্রথম চারটি খণ্ড লেখার পর আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ওহী করে অনবরত ধারায় বলতে থাকেন যে, তুমি মসীহ মওউদ। তিনি (আ.) ঐশী দিক-নির্দেশনার সময় উপযোগী বিভিন্ন পুস্তক রচনা আরম্ভ করেন। এছাড়াও বিভিন্ন মুবাহাসা আরম্ভ হয়। অতঃপর এই সকল মুবাহাসা অনুসারে পুস্তক রচনা আরম্ভ করেন। তিনি (আ.) ৮৩/৮৪টি পুস্তক রচনা করেন। আরবী ও উর্দূ উভয় ভাষাতেই লিখেছেন। বারাহীনে আহমদীয়ার চারটি খণ্ড ১৮৮১ সন থেকে তিন-চার বছরের মধ্যে লেখেন। তিনি এর আরও অনেকগুলি খণ্ড রচনার করার প্রতিশ্রুতি সেই সময় দিয়েছিলেন যখন তিনি কোন দাবি করেন নি এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সেই পদমর্যাদা দান করেন নি। যখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মসীহ ও মাহদীর মর্যাদা প্রদান করলেন তখন তাঁর পথ-প্রদর্শন করে তিনি বলেন অমুক সমসাময়িক বিষয়ের উপর পুস্তক রচনা কর। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন আমার মতে আমার যা কিছু লেখার ছিল তা এই চারটি পুস্তকে এসে গেছে। এরপর তিনি পঞ্চম খণ্ড লেখেন ১৯০৫ সালে। তিনি (আ.) একথাও বলেছেন যে, আমি এতে যে সমস্ত বিষয় বর্ণনা করেছি সেগুলির গুরুত্ব ও ওজন্ব এত বেশি যে আমার মতে এর একটি বিষয় দশটি খণ্ডের সমান। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি যে, বিষয়বস্তুর দিক থেকে পাঁচটি খণ্ডই পঞ্চাশটি খণ্ডের সমতুল্য। প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্টবাদের মোকাবেলায় ইসলামকে রক্ষা করা। তিনি তাঁর সমস্ত পুস্তকের মাধ্যমেই এই কাজ করেছেন। তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা বলেছেন। পঞ্চাশটির স্থানে তিনি ৮৫টি পুস্তক লিখেছেন। ইসলামকে রক্ষা করতে যা কিছু লেখা প্রয়োজন ছিল তিনি তাই লিখেছেন। তা তিনি পাঁচটি লিখলেন না কি পঞ্চাশটি তাতে কিই বা এসে যায়। তিনি সমস্ত কিছু লিখেছেন এবং সেগুলির মধ্যেই যাবতীয় বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে।

* এক যুবক প্রশ্ন করে যে, নামায পড়ার সময় কখনো কখনো মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, যদি তোমার মনসংযোগ কখনো কখনো বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে তবে তুমি বড়ই পুণ্যবান। মাশাআল্লাহ॥ এটি দুশ্চিন্তার কারণ নয়। কিন্তু প্রত্যেক বারই যখন তুমি নামাযে দাঁড়াও আর তোমার টিভির অমুক অনুষ্ঠানে কথা মনে পড়ে যায় যে আগের পর্ব কোথায় শেষ হয়েছিল, এখন গিয়ে সেটি দেখতে হবে অথবা কম্পিউটারে অমুক কাজ করতে হবে- এমন যেন না হয়। এমনটি হওয়া উচিত নয়। কিন্তু যদি কখনো কখনো চিন্তা চলে আসে তবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেছেন যে, নামাযে যেখানেই কোন অসংলগ্ন চিন্তা মাথায় আসে আর তোমার মনে হয় যে এটি অনুচিত তখনই 'আউযু বিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রজীম' পাঠ কর। যদি তুমি নিয়্যত বেঁধে ফেল আর তখনও রুকুতে যাও নি তবে পুনরায় সেখান থেকেই শুরু কর। বার বার সেই দোয়াটিই পাঠ কর আর যদি রুকুতে চলে যাও তবে মনসংযোগ কর এবং ইসতেগফার করে সেই চিন্তা থেকে নিজেকে বিরত রাখার চেষ্টা কর। মাথায় চিন্তার উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু এটিই তো সাধনা। কুরআন করীমে নামায কায়েম করার আদেশ আছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন যে, নামায কায়েম করার একটি অর্থ এটিও যে, নামায পড়ার সময় বার বার মাথায় চিন্তা আসে। তাই যখন চিন্তা আসে, সেই চিন্তা থেকে নিজেকে সরিয়ে নামাযের প্রতি মনসংযোগ কর, এটিও এক প্রকার নামায কায়েম করা। ধীরে ধীরে চেষ্টা কর। মানুষ চেষ্টা করলে অভ্যাসে পরিণত হয়। তখন আর মাথায় চিন্তা আসে না।

* এক যুবক প্রশ্ন করে যে, আপনি ঘানা গিয়েছিলেন, সেখানে আপনি কি কি সমস্যার সম্মুখীন হন? শোন যায় সেখান নাকি অনেক সময় পানিও জল পাওয়া যায় না। সেখানে এখন পর্যন্ত কতজন আহমদী হয়েছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমি ওয়াকফ করে ঘানা গিয়েছিলাম। তাই কষ্ট বা সমস্যা কিসের? আমি তো কখনো কোন কষ্ট অনুভব করি নি। মানুষের কাছে সমস্যা তখনই ঠেকে যখন মানুষ মনে করে যে, এটি সমস্যা। পানির সমস্যা দেখা দিলে আমি গাড়িতে একটি ড্রাম নিয়ে গিয়ে নোংরা পুকুর থেকে পানি ভরে নিয়ে আসতাম এবং ঘরে এনে পরিষ্কার করে নিতাম। অনেক সময় মজদুরদের দেখা পাওয়া যেত, তারা নিজেরাই পানি ভরে দিয়ে যেত। ওয়াকফের সামনে এই ধরণের ছোট ছোট সমস্যাদি এসেই থাকে। এগুলিকে সমস্যা বলে না, এর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। যদি জীবন ওয়াকফ করে থাক তবে সমস্যার কথা ভাবা উচিত নয়।

আমার অনুমান ঘানায় প্রায় ১০ লক্ষের বেশি আহমদী আছে। আশির দশকে যখন আমি ঘানায় ছিলাম তখন জলসাতেও উপস্থিতির সংখ্যা খুব বেশি হত না। আট-দশ হাজার হত। কিন্তু ১৯৮১ সালে সরকারের পক্ষ থেকে আদমসুমারি হয়েছিল, তাতে যারা নিজেদেরকে আহমদী বলে লিখিয়েছিল তাদের সংখ্যা তখন তিন লক্ষের বেশি ছিল। সেই সময় তিন লক্ষ ছিল, এখন তো অনেক বয়াত হয়েছে। আমি অত্যন্ত নিখুঁত অনুমান করছি। হয়তো এর চেয়ে বেশিই হবে। এখন তো প্রত্যেক বছর হাজার হাজার সংখ্যায় নতুন আহমদী জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়। আজ থেকে পনের-ষোল বছর আগে কিছু বয়াত হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি হয়েছিল প্রত্যন্ত অঞ্চলে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। কতিপয় মৌলবী তাদেরকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয়। ২০০৩ সালে আমি খিলাফতে আসার পর মুরুব্বীদের সঙ্গে মিটিং হয়েছিল। আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে, আফ্রিকায় যে সমস্ত বয়াত হয়েছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে এবং তাদেরকে ফিরিয়ে নিসে আসতে। আর যারা আহমদী নয় তাদেরকে তবলীগের মাধ্যমে জামাতে নিয়ে আসুন। এখন আমরা ছোট ছোট গ্রামেও বয়াত করাই এবং সেখানে মসজিদ নির্মাণের চেষ্টা করি যাতে জামাতের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ থাকে। অনেক প্রত্যন্ত এলাকা আছে যেখানে যাতায়াতের জন্য কোন সুযোগ সুবিধা নেই, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কেবল সাইকেল চলাচলের রাস্তা আছে। সেখানে কোন গাড়ি যেতে পারে না। আমার মনে আছে, যখন আমি উত্তর আফ্রিকায় ছিলাম, যেখানে আমাদের স্কুল ছিল, কিন্তু সেখানে কোন আহমদী ছিল না। কেবল আমিই একমাত্র আহমদী ছিলাম। এরপর একজন সেই স্কুলে এল। দুই-তিন জন আহমদী হল। এরপর লোকাল মিশনারীকে রাখা হয়। আমার স্ত্রী-সন্তানরা সেখানে এসে যায়। আমি প্রথম যে ঈদের নামায পড়ি তখন সেখানে কেবল তিন জন ছিলাম। ক্যাথলিক চার্চটি খুবই দৃষ্টিনন্দন ছিল। আমার ঘরে কেরোসিনের প্রদীপ জ্বলত। বিদ্যুতও ছিল না। ওদের সেখানে জেনারেটর চলত। তাদের মোটর সাইকেল ছিল, মোট কথা তাদের কাছে যাবতীয় উপকরণ ছিল। তারা মোটর সাইকেলে চেপে ঘুরে বেড়াত। আমি দেখতাম পাদরী মোটর সাইকেল নিয়ে দুর-দূরান্তে চলে যেত। কেননা উত্তরাংশে অধিকাংশ মুশরিকদের বাস ছিল। প্রথাগত গোত্রের মানুষ ছিল। প্রথম প্রথম আমাদের এমন অবস্থা ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র কৃপায় এখন সেখানে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই অঞ্চলের মুশরিকরা ইসলামে ঘোর বিরোধী ছিল। কিন্তু এখন তাদের বড় বড় নেতারা মুসলমান হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌র ফযরে মসজিদগুলিও বড় বড়। আমার ঘর থেকে সত্তর মাইর দূরে টামালে শহরে একটি ছোট মসজিদ ছিল। আমার অনুমানে সেখানে খুব বেশি হলে একশ মানুষ নামায পড়তে পারত। এখন সেটি দ্বিতল বিশিষ্ট মসজিদ। এই মসজিদের দুটি হলঘর আছে যা এখানকার এই মসজিদের হলঘরের থেকে বড়। জামাত উন্নতি করছে আর বড় বড় মসজিদও তৈরী হচ্ছে। মসজিদগুলি নামাযীতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। পরবর্তীতে সেখানে বেশ কয়েকটি গ্রাম আহমদী হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সেখানে জামাত অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বিস্তার লাভ করছে। (ক্রমশ...)

আমাদের লোকেদের সেখানে যোগাযোগ নেই, তাই বয়আত হওয়া সম্ভব হয় নি। যাইহোক আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন, তাদেরকে তিনি অবিচলতাও দান করেছেন। আসল বিষয় হল ঈমানে উন্নতি করা।

ঘানার আমীর সাহেব লেখেন, সেখানকার আল হাসান সাহেব নামক ব্যক্তি বয়আত করেন, যিনি নিজেদের গোত্র প্রধান। তিনি স্বপরিবারে বয়আত করেছিলেন, কিন্তু কিছু সময় পর তাঁর বড় ছেলে ইসলামের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। তিনি আমাদের কাছে এসে বলেন, আপনারা কি খৃষ্টানদের সঙ্গে বাহাস করতে পারেন? আপনাদের কাছে দলিল আছে, তাই আপনি আমার ছেলের সঙ্গে কথা বলে তাকে বোঝান এবং তাকে ইসলামের ফিরিয়ে আনুন। আমরা যখন তাঁর ছেলের সঙ্গে আলাপ করি, সে আমাদেরকে কয়েকটি প্রশ্ন করে যার সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া হয়। যার ফলে সে পুনরায় আহমদীয়াত তথা ইসলামে ফিরে আসে। পিছু হটে যাওয়া আট সদস্যের এই পরিবার পুনরায় আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

গিনি বাসাও-এর মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব লেখেন, তবলীগি কর্মসূচি (এই কর্মসূচি ফেব্রুয়ারী ও মার্চের পূর্বের) নিয়ে সিঁচা মাওয়াডা নামক এক প্রত্যন্ত গ্রাম্য অঞ্চলে পৌছন, যেখানে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় চারটি বয়আত হয়। সেখানকার আব্দুল্লাহ্ নামে জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যখন দেখলেন যে চারজন আহমদীয়াত গ্রহণ করল, তখন তিনি বললেন, এবছর আমি হজ্জে যাচ্ছি। হজ্জ থেকে ফিরে এসে সিদ্ধান্ত নিব যে আহমদীয়াত গ্রহণ করব কি না। এর কয়েক দিন পরেই তিনি হজ্জে চলে যান। হজ্জ থেকে ফিরে এসে তিনি নিজেই জামাতের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং বলেন, হজ্জের সময় আল্লাহ্ তা'লার তাঁর মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করেছেন যে আহমদীয়াত একটি সত্য জামাত এবং হজ্জ চলাকালীন পুরো সময় তিনি এ বিষয়ে আশ্বস্ত থাকেন যে আহমদীয়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার মধ্যে মুক্তি নিহিত আর তিনি হজ্জের সময় আহমদীয়াতের সফলতার জন্য দোয়া করতে থাকেন। হজ্জ থেকে ফিরে এসে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন, বয়আত করেছেন। আর আল্লাহ্র কৃপায় তিনি এখন একজন উন্নত মানের দায়ি ইলাল্লাহ, নিজের চাঁদাও নিয়মিত দান করছেন।

ফ্রান্সের আমীর সাহেব লেখেন, একজন ফ্রেঞ্চ বন্ধু সার্জ সেটেল সাহেব খৃষ্টধর্মের অনুসারী ছিলেন। প্রতি সপ্তাহে তিনি চার্চে যেতেন আর পাদ্রীকে নিজের ধর্ম এবং বিশেষ করে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করতেন। পাদ্রী তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে বলতেন, তার এমন সব প্রশ্ন করা উচিত নয়। তিনি তখন নিজের স্ত্রীর (যিনি মুসলমান) সাহায্য নিয়ে ইসলামের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন। হযরত ঈসা (আ.) এর সম্পর্কে যে তথ্য তিনি পেলেন তা হল, হযরত ঈসা (আ.) আকাশে গিয়েছেন, মুসলমানদের ইসলামী বই-পুস্তকেও একথা লেখা তিনি দেখতে পান। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে আগ্রহ দেখান নি। এমনটি হতে পারে না, আর এবিষয়টি তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে মানুষ আকাশে যেতে পারে। তাই তিনি এ বিষয়ে পুনরায় অন্বেষণ শুরু করেন। কোথা থেকে তিনি হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) এর রচনা ' মসীহ হিন্দুস্তান মেঁ' হাতে পেয়ে যান। সেই সঙ্গে তিনি জামাতের ওয়েব সাইটের সন্ধানও পেয়ে যান। এরপর তিনি জামাত সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে করতে নিজের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যেতে থাকেন আর লকডাউন কালে জামাতের অনুষ্ঠানও দেখতে থাকেন। অবশেষে তিনি বয়আত করার সিদ্ধান্ত নেন এবং জামাত আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হন।

আর্জেন্টিনার মুরুব্বি সিলসিলা মারওয়ান সারওয়ারে লেখেন, আর্জেন্তিনার গ্রাব্রিলা ব্রেভো নামে এক স্থানীয় মহিলা আমাদের মিশনের সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় মিশনের বাইরে থেকে জানালা দিয়ে দেওয়ালে টাঙানো হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর ছবি দেখতে পান। ছবিতে এও লেখা ছিল যে মসীহ এসে গেছেন। এবিষয়টি তাঁর মনে গভীর প্রভাব ফেলে। কেননা তিনি প্রাকটিসিং ক্যাথলিক ছিলেন। এর পূর্বে না ছিল তাঁর ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহ, আর না চিনতেন কোনও মুসলমানকে। তাই তিনি ইসলাম সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেন। এরপর পর তিনি জামাত, জামাতের মুবাল্লিগ ও মুরুব্বী ইনচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং সেখানে ইসলামের বিষয়ে যে ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়, সেই ক্লাসে তিনি আসতে শুরু করেন। তাঁর স্বামী এই কাজ ভাল চোখে দেখেন নি, কিন্তু তিনি স্বামীকে লুকিয়ে যোগাযোগও রাখেন এবং অধ্যায়নও করতে থাকেন। এক বছর পর তিনি ২১০৯ সালের ২৮ সে ডিসেম্বর আহমদীয়াত গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। এরই মাঝে কোনও কারণে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদও ঘটে। আরও অনেক কারণ ছিল, কিন্তু একটি বড় কারণ এটিও ছিল যা তাদের বিবাদের কারণ হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখন ছমাসের বেশি সময় হয়েছে, নিজ পরিবারের বিরোধীতা সত্ত্বেও অত্যন্ত অবিচলতার সঙ্গে এবং উন্মুক্ত হৃদয়ে জামাতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন।

স্বপ্নদর্শনের মাধ্যমে আহমদীয়াত গ্রহণ: আল্লাহ্ তা'লা এভাবেও মানুষের পথপ্রদর্শন করে থাকেন।

কিরঘিযিস্তানের এক স্থানীয় নবাগত আহমদী কাদিরাও শওকত সাহেব বলেন, আশির আলি নামে এক স্থানীয় আহমদীর কাছ থেকে তিনি আহমদীয়াত সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি তাকে দোয়ার করার উপদেশ দেন। তিনি বলেন, ' আমি সেদিনই বাড়ি গিয়ে রাত্রে দুই রাকাত নামায পড়ি এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে সত্য জানার জন্য জন্য শক্তি যাচনা করি।' তিনি পুণ্যবান ছিলেন, অত্যন্ত ব্যকুলতার সঙ্গে দোয়া করেন। তিনি বলেন, 'সেই রাতেই আমি স্বপ্নে হযরত মহম্মদ (সা.)কে দেখি তিনি সমুদ্রে পানির উপর ইবাদত করছেন। স্বপ্নটি আমার উপর এক বিচিত্র জৌতি সৃষ্টি করে যার ফরে আমার বিশ্বাস জন্মে যে এখন সত্যের পথ আমি পেয়ে গেছি। এরপর আমি বয়আত করে নিই।

ক্যামেরুন থেকে মুয়াল্লিম সাহেব লেখেন, নর্থ রিজিওয়ন পরিদর্শনের সময় 'পিটোওই' নামে সেখানকার এক গ্রামে এক ধর্মবিশারদের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। তাঁর কাছে জামাতের পরিচিতি তুলে ধরা হয়, তাঁর প্রশ্নসমূহের উত্তর দেওয়া হয় এবং জামাতের বই-পুস্তকও দেওয়া হয়। যাওয়ার সময় তিনি বলেন, ' একথা আমার জানা ছিল যে, ইমাম মাহদী আসবেন, কিন্তু এই প্রথম শুনলাম যে ইমাম মাহদী এসে গেছেন। আমি দোয়া করব যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাকে সঠিক রাস্তায় পরিচালিত করেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, এর তিনি সেন্টারে ফিরে আসেন। এক সপ্তাহ পর জামাতের সদর সাহেব ফোন করে বলেন, আপনি গ্রামে চলে আসুন, একটি সুসংবাদ আছে। তিনি বলেন, ' আমি গ্রামে পোঁছে সেই ধর্মবিশারদ দেখতে পেলাম। আমার সঙ্গে তিনি আলিঙ্গানবদ্ধ হয়ে কাঁদতে লাগলেন। তিনি বললেন, আমি জামাত আহমদীয়ার পামপ্লেটগুলি পড়েছি, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর ছবি দেখেছি এবং প্রতিদিন এই দোয়াও করতে থেকেছি যে যদি এই ব্যক্তি তোমার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তবে তুমি আমাকে পথ দেখাও, আমি সেই কবে থেকে ইমাম মাহদীর প্রতীক্ষায় আছি। এরপর কয়েকদিন আগে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আমার স্বপ্নে এসেছিলেন আর আমাকে বলছিলেন, উঠো নামায পড়। এরপর আমি স্বপ্নের মধ্যেই চিন্তা করি যে এই ব্যক্তি সত্যবাদী এবং খোদার পক্ষ থেকে। তাই সেই স্বপ্নের পর আমি আশ্বস্ত হই। এখন আমি ১৫জন সন্তানসন্ততি সহ বয়আত করে জামাত আহমদীয়ায় প্রবেশ করছি।

ফ্রান্স থেকে নাসির শাহিদ সাহেব লেখেন, সুলেমা তুবালিদে নামক এক ভদ্রমহিলা বলেন, 'এবছর রমযানের পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি একটি অনেক বড় মসজিদে আছি, যেখানে অনেকগুলি দল কুরআন নিয়ে বসে আছে। তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে আছে, যাদেরকে আমি চিনি না। এর উল্টোদিকে ছোট্ট একটি দল রয়েছে, যাদের মধ্য থেকে 'কারা' নামক ভদ্রমহিলাকে আমি চিনি। তাই আমি সেই সমস্ত দলগুলি ছেড়ে ছোট্ট দলটিতে চলে যাই যেখানে 'কারা' বসে ছিল। মসজিদে থাকা এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করল যে, তুমি কুফ্ফারদের দলে কেন যেতে চাও? আমি সেই ব্যক্তিকে উত্তর দিলাম যে তুমি আমাকে এই দলে যেতে বাধা দিচ্ছ কেন? সেই দলে এক ভদ্রমহিলা আছে যাকে আমি চিনি আর আমি সেই দলেই যেতে চাই। তিনি বলেন, সেই সময় আমি এক অত্যন্ত শক্তিশালী রশ্মি দেখি যাতে আমার চোখ ধাঁধিয়ে যায় আর আমি নিজের চোখ খুলতে পারলাম না। এরপর আমি নিজেকে কারা-র দলে পেলাম। সে আমাকে নিজের কাছে বসতে দিল। এরপর আমার চোখ খুলে যায়। তিনি বলেন, 'কারা' (যে তার বান্ধবী ছিল বা ছিল না তা স্পষ্ট নয়, তবে পরিচয় ছিল) র সঙ্গে কাজের ব্যাপারে দুই তিন বার সাক্ষাত করেছিলেন, কিন্তু আহমদীয়াত প্রসঙ্গে কখনও কোনও আলোচনা হয় নি। স্বপ্নের পর আমি 'কুফ্ফার' শব্দটি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করলাম, যা আমি স্বপ্নে শুনেছিলাম। কিন্তু কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। এরপর আমি কারাকে জিজ্ঞাসা করলাম, যোগাযোগ করলাম এবং নিজের স্বপ্ন শোনালাম। যা শুনে কারা আমাকে বলল, কুফ্ফার শব্দটি কাফের থেকে উদ্গত। আর অন্যান্য মুসলমানেরা আহমদীদেরকে কাফের বলে থাকে। একথা শুনে আমি অত্যন্ত

আশ্চর্য হই, আমি আলোড়িত হই যে আহমদীদেরকে কাফের কেন বলা হয়? তাই আমি অবিলম্বে আহমদীয়াত গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। কেননা, এখন আল্লাহ্ তা'লা স্বপ্নের মাধ্যমে আমাকে পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমি পাঁচ সন্তান সহ মে মাসে বয়আত করে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি।

নাইজারের আমীর সাহেব বলেন, সেদেশে বয়আতগ্রহণকারী 'হাদা' নামে একটি আহমদী গ্রামের ইমাম আব্দুল্লাহ্ সাহেব জলসা সালানা নাইজারে নিজের স্বপ্নের কথা উল্লেখ করে বলেন, জামাতে আহমদীয়ার প্রবেশের পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখেন, যেন তিনি নিজের বাড়ির আঙিনায় শুয়ে আছেন। রাত্রিকাল, আকাশে চাঁদ রয়েছে আর চাঁদে কলেমা তৈয়্যবা লেখা আছে। এরই মাঝে স্বপ্নে তিনি দেখেন, অনুরুপ লিপি এবং রঙে কলেমা তাঁর আঙিনার প্রাচীরের গায়ে লেখা আছে। এরপর তাঁর চোখ খুলে যায়। তিনি বলেন, এই স্বপ্নের কিছু দিন পরই জামাত আহমদীয়ার মুবাল্লিগ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর বাণী নিয়ে আসেন। এই বাণী গ্রহণ করতে আমি ব্যগ্র হয়ে উঠি। আমি গ্রামের সঙ্গে আহমদীয়াত গ্রহণ করে ফেলি। কিন্তু আজ জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করে আমার হৃদয় আরও আশ্বস্ত হয়েছে। কেননা, সেই স্বপ্নের কলেমা তৈয়্যবার যে লেখন শৈলী এবং রঙ আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, এখানে জলসার মঞ্চে অবিকল সেই শৈলী ও রঙে লেখা ছিল। এটি দেখে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, আমার স্বপ্ন আল্লাহ্‌র কৃপা সত্য স্বপ্ন ছিল।

ফ্রান্সে বসবাসরত মরোক্কান বংশোদ্ভূত আহমদ হাজ্জানী সাহেব নিজের আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, একটি শপিং সেন্টারে কিছু কেনার জন্য যাই, কিন্তু কাঙ্খিত বস্তুটি কোথাও পাচ্ছিলাম না। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাকে জিনিসটির সন্ধান বলে দেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি আরবী জানেন? আমার কাছে একটি আরবী পুস্তক আছে যা ইমাম মাহদী সম্পর্কে। আপনি কি সেটা পছন্দ করবেন? আমি সেই বইটি নিই এবং বাড়ি গিয়ে পড়ি। আমার মন এই সব কিছু স্বীকার করতে প্রস্তুত হল না। কিন্তু কিছু সময় পর আমি পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মরোক্কো যাই। ' ভদ্রলোক মরোক্কোর অধিবাসী। 'সেখানে এই পুস্তকটি কথা উল্লেখ করলে আমার বন্ধুরা বলল এটি জামাত আহমদীয়ার বই। আমরা তো আগেই আহমদী হয়েছি। বন্ধুরা পরামর্শ দিল যে আমি যখন ফ্রান্স ফিরে যাব, তখন সেখানে জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করো। তিনি বলেন, এরই মাঝে ফ্রান্সে আমার পিতার মৃত্যু হয়। আমাকে তৎক্ষণাত ফিরে আসতে হয় আর মর্মবেদনা এবং পরিস্থিতির কারণে আমি বিষয়টি ভুলে যাই। এরপর দোয়ার প্রতি আমার মনোযোগ সৃষ্টি হয়। এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখি খলীফাতুল মসীহ একটি সোফায় বসে কিছু বলছেন, কিন্তু আমি খলীফার সামনে কিছুই বলতে পারলাম না। এরইমাঝে দরজায় করাঘাত শোনা গেল। আমি দরজা খুলে দেখলাম আমার পিতা দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁকে ভিতরে আসতে বললে তিনি বললেন, আমি ভিতরে আসতে পারব না, কিন্তু মন দিয়ে শোন, এই ব্যক্তি যিনি ভিতরে সোফার উপর বসে আছেন, তিনি আল্লাহ্‌র সঠিক বাণী দানকারী। তোমাকে তাঁর পিছনে চলতে হবে। আমি স্বপ্নেই আমার পিতাকে বললাম, আমি তো তাঁকে চিনি না। একথা শুনে আমার পিতা বললেন, তাঁর একটি জামাত আছে যা এখন সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। তুমি তাঁর সঙ্গে চলো এবং তাঁর বয়আত কর। এইভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পথ দেখিয়েছেন আর আমি বয়আত করেছি।

ইন্ডোনেশিয়ার আমীর সাহেব এক ব্যক্তির আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনা উল্লেখ করেন। বয়আত গ্রহণকারী বলেন, আমাকে বলা হয়েছিল যে জামাত আহমদীয়া পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। আমি জামাত আহমদীয়ায় যোগদান করার পরিবর্তে অপর একটি জামাতে যোগদান করে বসি, যেটি সরকারের বিরোধীতা করত। ১৯৯২ সালে যখন সেই জামাতের আমীর ধৃত হয়, তখন আমি তাঁর স্থলাভিষিক্তর হাতে বয়আত করার পূর্বে ইসতেখারা করলে স্বপ্নে এক এক বুযুর্গ ব্যক্তিকে দেখি। সেই বুযুর্গ ব্যক্তি বলেন, আমি ইমাম মাহদী, তোমাদের ইমাম। আমি মির্যা গোলাম আহমদ। এর এক সপ্তাহ পরে আমাকে সেই জামাতের নতুন আমীরের হাতে বয়আত করতে বাধ্য করা হয় এবং বলা হয়, বয়আত কর, অন্যথায় মারা পড়বে। তিনি বলেন, একবছর পর এক আহমদী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হয়। সে তবলীগ করে। আমি তাকে বললাম, যদি তোমাদের ইমাম একজন নবী হয়ে থাকেন, তবে নিশ্চয় তাঁর কোনও গ্রন্থ বা বিধান থাকবে। একথা শুনে সেই আহমদী বলল সে আমাকে একটি বই দিবে। সেই রাতেই পুনরায় স্বপ্নে আমি একটি মসজিদ দেখি যার উপর আহমদীয়া লেখা ছিল। সেখানে ভারতীয় পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিলেন, যিনি আমাকে বললেন, তুমি এর মধ্যে প্রবেশ কর। তিন দিন পর সেই আহমদী বন্ধু আমাকে 'ইসলামী ওসুল কি ফিলাসফী (বাংলা-ইসলামী নীতিদর্শন) পুস্তকটি দিয়ে যান। আমি বই খুলেই প্রথমে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর ছবি দেখি। তাঁর চেহারা দেখে স্মরণ এল যে, এতো সেই বুযুর্গ যাঁকে গত বছর আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। বইটি আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ি এবং বয়আত করে জামাত আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই।

বুর্কিনাফাসোর দিদগো অঞ্চলের মুয়াল্লিম সাহেব লেখেন, জামাতের এক বন্ধু জিয়ালু হোসেনী সাহেব জামাতে যোগদান করার ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, তুমুল বিরোধীতা ছিল। তাদের গ্রামে আহমদীয়াত আসুক, এটা তারা কোনও ভাবেই মেনে নিত না। তাই তারা কিভাবে আহমদীয়াতকে গ্রাম থেকে উৎখাত করা যায় সেই চেষ্টাতেই নিয়োজিত থাকত। একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম একটি ময়দানে মানুষ দুটি দলে বিভক্ত হয়ে আছে। একদিকে আহমদীদের দল শুভ্র পোশাক পরিহিত, অপরদিকে আমাদের দল যার সদস্যরা ভিন্ন ভিন্ন রঙের পোশাক পরিহিত। এরই মাঝে একটি কণ্ঠস্বর ভেসে আসে যে, দুটি দলের মধ্যে তর্কযুদ্ধ করে নাও। আর যখন তর্কযুদ্ধ শুরু হল, আমি তখন দেখলাম যে আমাদের কাছে কোনও যুক্তি প্রমাণই নেই। কাজেই আহমদীদের পক্ষে সিদ্ধান্ত হয়।' জিয়ালু হোসেনী সাহেব বলেন, পরদিন সকালে আমি আহমদীয়া জামাতের কাছে গিয়ে বলি, আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে আহমদীয়াতই প্রকৃত ইসলাম। তাই আমি আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হলাম।

আলবেনিয়ার মুবাল্লিগ ইনচার্জ লেখেন, জাফীর সাহেব বয়আত করেছেন, যাঁর বয়স ২৯ বছর। অর্থশাস্ত্রে তিনি মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করেছেন। জামাতের সম্পর্কে প্রথমে কিছু অবগত হলে তিনি ইন্টারনেটে থাকা জামাতের বিরুদ্ধে যাবতীয় প্রকারের তথ্য বিশ্লেষণ করেন এবং শুরু থেকেই মসজিদ আসার পর অনেক প্রশ্ন করতেন। তিনি বলেন, আমাদের নায়েব সদর সাহেব বুইয়ার রামায সাহেব তাঁর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং যুক্তিপ্রমাণ সহকারে তাঁর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেন এবং সেই যুবককে তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বই-পুস্তক মনোযোগসহকারে অধ্যায়ন করার পরামর্শ দেন। তিনি বই-পুস্তক পড়া আরম্ভ করেন আর ক্রমশ তাঁর কাছে সত্য এবং প্রকৃত ইসলামের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। তাঁর আচরণে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতে থাকে। এখন যখনই তিনি কথা বলেন, তখন মির্যা সাহেবের পরিবর্তে আলবেনিয়ায় মসীহা শব্দ ব্যবহার করেন। বয়আত করতে বলা হলে তিনি জানান, এখন না, আমি আরও গবেষণা করব। অবশেষে তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর 'ইসলামী ওসুল কি ফিলাসফী' (বাংলা-ইসলামী নীতিদর্শন) পুস্তকটির আলবেনিয়ান অনুবাদ পড়েন। বইটি তাঁর এতটাই পছন্দ হয় যে দুইবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটি অধ্যায়ন করেন। এরই মাঝে তিনি স্বপ্নে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে দেখেন,যেখানে হুযুর তাঁকে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার বার্তা দেন। এরপর তিনি বয়আত করেন। বয়আত করার পর তিনি জামাতের আলবেনিয়ান ওয়েব সাইটে প্রচারিত প্রত্যেক পোস্ট মনোযোগ সহকারে পড়তে থাকেন এবং জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে কুরআন করীমের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যার আলবেনিয়ান অনুবাদের জন্য সবসময় অধীর হয়ে অপেক্ষা করেন। অনুরূপবাবে খুতবা এবং ভাষণও নিয়মিত শুনে থাকেন।

বিরুদ্ধবাদীদের অপপ্রচারের ফলে বয়াআত

তানজানিয়ার রুওমার রিজিওনের একটি জামাতের মুয়াল্লিম সাহেব লেখেন, আমাদের গ্রামে ওয়াহাবি ফির্কার এক মৌলবী গত বছর জামাতের বিরুদ্ধে প্ররোচনামূলক আন্দোলন শুরু করে আর নিজের খুতবায় জামাতের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে কদর্য ভাষা প্রয়োগ করত। তার কথা বার্তা এতটাই নোংরা ছিল যে সেই মসজিদে যাতয়াতকারী অন্যান্য সম্প্রদায়ের কিছু মহিলা যাওয়াই বন্ধ করে দেয়। এই বিরোধীতার কারণে সেই মহিলাদের মধ্য থেকে একজন জামাতের সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন আর আহমদীয়াতের সত্যতা জানার পর বয়আত করে নেন। অপরদিকে সেই মৌলবীর লাঞ্ছনা ও অসম্মান এভাবে হয় যে, সে এক অনৈতিক কাজে ধরা পড়ে যায় আর সেই গ্রামের বাসিন্দারা তাকে তিরস্কার করে যে, তুমি আমাদের জন্য দুর্নাম বয়ে এনেছ। এইরকম ঘটনা

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 22 Oct, 2020 Issue No.43

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আরও অনেক আছে।

ফিজির মুরুব্বী সাহেব লেখেন, রাম্বি নামে একটি দ্বীপ পরিদর্শনের তৌফিক লাভ হয়। সফরকালে আমরা যখন লিটেরেচার বিতরণ করছিলাম, তখন দুইজন ইউরোপিয়ান খৃষ্টান পাদ্রীও সেখানে চলে আসেন। তাঁদের সঙ্গে একটি স্থানীয় খৃষ্টান পরিবারও ছিল। তাঁদের সঙ্গে তবলীগি বৈঠক আরম্ভ হয়। তিনি বলেন, আমি যখন বাইবেল থেকে একেশ্বরবাদ এবং আঁ হযরত (সা.)এর সত্যতা প্রমাণ করলাম, তখন পাদ্রীরা আর কোনও কথা খুঁজে পেলেন না, তাঁরা নিরুত্তর হয়ে বসে থাকলেন। দুইজন পাদ্রী নিজেদের লাঞ্ছনা লুকানোর জন্য নিজেদের ব্যস্ততার ছুতো দেখিয়ে সেখান থেকে গাত্রোত্থান করেন। তাঁদের যাওয়ার পর খৃষ্টান পরিবারটির সঙ্গে যে বার্তালাপ হল, তা থেকে জানা গেল যে, পরিবারটি খৃষ্টান হলেও দীর্ঘকাল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমস্যার কারণে সম্পূর্ণরূপে ধর্মত্যাগী হয়ে পড়েছিল। পরিবারটিকে ইসামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করা হয়। এবং জামাতের লিটেরেচারও দেওয়া হয়। তাঁদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের দীর্ঘ বৈঠক হয়। আলহামদোলিল্লাহ্, তারা জামাতের লিটেরেচার পড়ার পর বয়আত করেছেন।

আদর্শ দেখে বয়আত গ্রহণ

আদর্শ দেখে বয়আত গ্রহণকারীদের ঘটনাগুলির মধ্যে একটি ঘটনা হল কঙ্গো কিনশাসার। সেখানকার এক ভদ্রলোক দাউদ ইলুঙ্গা সাহেবকে মিশনের কিছু কাজ করতে দেওয়া হয়। কাজ শেষ হওয়ার যখন তাকে পারিশ্রমিক দেওয়া হল, তিনি তার থেকে কিছু অংশ বের করে আমাকে কমিশন হিসেবে দিতে উদ্যত হলেন। আমি তা নিতে অস্বীকার করলাম এবং তাঁকে বোঝালাম যে, এটি তোমার প্রাপ্য, আমি তা নিতে পারি না। একথা শুনে দাউদ বলল, এটি প্রথম বার হল, আমি কাউকে কমিশন দিলাম অথচ সে তা নিতে অস্বীকার করল। এরপর তিন সপ্তাহ পর সে পুনরায় এসে বলল, এই কয়দিন আমি অনেক চিন্তাভাবনা করে দেখেছি যে, যেভাবে আপনারা কাজ করছেন আর যেমন আপনাদের আচরণ, তাতে আপনারা ভুল পথে থাকতে পারেন না। তাই আমি বয়আত করছি। বয়আত করার পর দাউদ সাহেবের মধ্যে লক্ষ্যনীয় পরিবর্তন দেখা যায়। তিনি অত্যন্ত সক্রিয় আহমদী সদস্য, চাঁদাও নিয়মিত দিয়ে থাকেন।

কিরঘিযিস্তানের রাজধানী বিশকেক থেকে মুকাশোভা সাহেবা লেখেন, ‘আমার বয়স ৩৭ বছর আর আমি বিবাহিতা। আমার দুই সন্তানও আছে। ন’ বছর পূর্বে আহমদীয়াতের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, যখন আমার স্বামী আরসালান বয়আত করে আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। আমরা এক সাধারণ পরিবারের মানুষ। আমি তাঁর বয়আত করায় কোনও বিরোধীতা করি নি কিম্বা কোনও প্রকার আনন্দ প্রকাশও করি নি। আমি জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে জানতামও না। নিজের স্বামীকে দেখতাম, প্রতি জুমায় তিনি নামাযের জন্য অবশ্যই যেতেন। তাঁর মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করে আমার মনে আশঙ্কা জন্মে যে, তিনি হয়তো আমাকে পর্দা করতে বাধ্য করবেন, ধর্মান্ধ হয়ে পড়বেন। কিন্তু আমি উপলব্ধি করলাম যে, এর বিপরীতে তাঁর মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে। তিনি আরও বেশি স্নেহপরায়ন এবং সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছেন। তিনি আমার প্রতি বেশি যত্নবান এবং বিশ্বস্ত হয়েছেন আর আধ্যাত্মিকভাবেও সুদৃঢ় হয়েছেন। এরপর আর্থিক কারণে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো চলে যান। আর আমি ছোট ছোট দুটি ছেলে নিয়ে বাড়িতে থেকে যাই। আমি বয়আত করি নি। যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার জন্য পাঁচ বার কাগজপত্র জমা দিই আর প্রতিবার তা বাতিল হয়ে যেত। এরজন্য আমি জাপান সফরও করি। ফ্রান্সও যাই। মেক্সিকোও যাই, কিন্তু কোনও আশা তৈরী হচ্ছি না।’ তিনি বলেন, প্রতিদিন আমাদের মধ্যে অশান্তি হতে থাকে। এরপর আমি চিন্তা করতে থাকি যে, আল্লাহ্ তা’লা কেন আমাকে সাহায্য করছেন না। আমি তো অনেক দোয়াও করি। কিন্তু আমি বয়আত করি নি। একদিন আমার স্বামী আমাকে বললেন, যারা আহমদীয়াতের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং জানে যে এটিই প্রকৃত পথ, সিরাতে মুস্তাকিম, অথচ বয়আত করে না, তাদেরকে আল্লাহ্ তা’লা কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দেন। একথা শুনে আমি আত্মসমীক্ষায় নিয়োজিত হই। এবং পরের দিন বয়আত করে নিই। আমি পাঁচটি নামায নিয়মিত পড়তে থাকি। আগে হয়তো কখনও নামায পড়তাম না, নিজের মত করে দোয়া করে নিতাম। আমি কুরআন শরীফ পাঠ করা আরম্ভ করি। তাহাজ্জুদের নামাযও পড়তে শুরু করি এবং প্রতি জুমায় অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করি। কিছু সময় পর আল্লাহ্ তা’লা আমাদের সাহায্য করেন। এখন আমি যুক্তরাষ্ট্র যাওয়ার অনুমতি পেয়ে গিয়েছি। আর নিজের স্বামী এবং আমার প্রতি আল্লাহ্ তা’লার আচরণ দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, জামাত সত্য।

রেডিওর মাধ্যমে আহমদীয়াত গ্রহণ: আল্লাহ্ তা’লা কিভাবে সাহায্য করেন তা দেখুন। মুতাদি অঞ্চলের মুবাল্লিগ সাহেব লেখেন, বিশেষজ্ঞদের মতে আমাদের আহমদীয়া রেডিওর সিগন্যাল ৮০ কিমি পর্যন্ত যাওয়া উচিত। এর থেকে বেশি দূরে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা’লা বায়ুমণ্ডলকে এমনভাবে কাজে নিয়োজিত করেছেন যে আমাদের রেডিও স্টেশন থেকে ১৮০ কিমি দূরে অবস্থিত মোয়ান্ডা শহরের আহলে সুন্নাত জামাতের এক ইমাম বলেন, তাদের কাছে আহমদীয়া রেডিওর সিগন্যাল খুব ভালই পাওয়া যায়। আর যবে থেকে আহমদীয়া রেডিও চালু হয়েছে, তিনি এর নিয়মিত শ্রোতা। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা’লা তাঁর হৃদয়চক্ষু খুলে দিয়েছেন আর তিনি নিজে থেকে রেডিও স্টেশনে এসে স্বপরিবারে এসে বয়আত করেছেন।

চাডের মুবাল্লিগ খলীল আহমদ খান সাহেব অবিচলতার ঘটনা বর্ণনা করে লেখেন, বেয়ারসেত নামেএকটি অঞ্চল দীর্ঘকাল থেকে আমাদের তবলীগের অধীনে ছিল। আল্লাহ্ তালার কৃপায় গত বছর সেই এলাকার বাদশাহ এবং তাঁর অধীনস্ত ২২ টি গ্রাম ইমাম এবং প্রধান সহ জামাত আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

১ম পাতার শেষাংশ.....

শরিক হতে চাইছিলাম, কিন্তু অনেক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এইভাবে একে একে সকলেই সেই বোঝা ফেলে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সাহাবাদের মধ্যে এমনটি ছিল না। তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতেন না। বরং সানন্দে এই পুণ্য অর্জনের চেষ্টা করতেন। যখন কোনও জাতির মধ্যে এই স্পৃহা সৃষ্টি হয় যে, তারা এতীম ও মিসকীনদের প্রতি যত্নবান থাকে, তাদের প্রতি জাতির মানুষের হৃদয়ে সম্মান থাকে, তাদের লালন পালনে তারা শান্তি খুঁজে পায় আর এতীমদেরকে নিজেদের সন্তানসম মনে করে, তবে সেই সময় ঈমান ছাড়াও সেই জাতি বীর জাতিতে পরিণত হয়। আর সেই সঙ্গে যদি মৃত্যুর পরও জীবনের উপর কারো ঈমান থাকে আর জীবিত খোদার উপর ভরসা থাকে,তবে এই দুইয়ের সমন্বয়ে তার হৃদয় এমন মজবুত হয়ে ওঠে যে মৃত্যু ভয় তার কাছেও ঘেষে না। ইউরোপীয়ান জাতিসমূহে আমরা যে বীরত্ব দেখতে পাই, তার একটি কারণ এটিও যে, যুবকদের মাঝে এই চেতনা রয়েছে যে, তারা প্রাণ হারালেও জাতি তাদের এতীম ও বিধবাদের সহায় হবে। এই কারণেই প্রাণ বিসর্জনকারী মৃত্যুকে গ্রাহ্য করে না, অনায়াসে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেয়। ঈমান এক ভিন্ন বস্তু, এটি অধিকাংশ তারাই লাভ করে,যারা আল্লাহ্ তা’লার নবীর উপর তৎক্ষণাত ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ করে। কিন্তু জাতিগত বৈশিষ্ট্য এমন দৃঢ়তা লাভ করা ঈমান ছাড়াও জাতির মানুষকে বীর সাহসী এবং নির্ভীক করে তোলে।

(তফসীর কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৯৭-৪৯৮)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা পরস্পর শীঘ্র বিবাদ মীমাংসা করে ফেল এবং নিজ ভাইয়ের অপরাধ ক্ষমা কর, কেননা যে ব্যক্তি যে নিজ ভাইয়ের সঙ্গে মীমাংসা করতে রাজি হয় না, তাকে বিচ্ছিন্ন করা হবে, সে বিভেদ সৃষ্টি করে। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Badruddin Sb. (Neogirhat, West Bengal)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir